কলকাতা হাই কোর্টে

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার

<u>আপিল সাইড</u>

<u>বর্তমান</u>:

মাননীয় বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০১৪ সালের সিআরআর ১৩৮০

বিদ্যুৎ কুমার ঘোষ

বনাম

বিপুল মল্লিক

আবেদনকারীর জন্য	: শ্রী সাইবল মন্ডল
বিরোধী দলের পক্ষে	: শ্রী শঙ্কর ব্যানার্জী
শোনা হয়েছে	: ১৩.০১.২০২৩, ১১.০৪.২০২৩, ২৬.০৪.২০২৩, ২৯.১১.২০২৩।
রায় হয়েছে	: ০৪.১২.২০২৩।

<u>বিচারপতি, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়:</u>

১) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০/৫০৪ ধারার অধীনে ২০০৭ সালের মামলা নং সি - ২৬, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণার বিজ্ঞ অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারাধীন থাকা এবং ১৩.২.২০১৪ তারিখের আদেশ, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণার বিজ্ঞ অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা প্রদান করা ২০০৭ সালের মামলা নং সি - ২৬ মামলা বাতিল করার জন্য আবেদনকারীর দ্বারা তাত্ক্ষণিক পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনটি দায়ের করা হয়েছে।

২) আবেদনকারীকে ৭.৬.১৯৮৩ তারিখে উপ-নিবন্ধক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১৮৯৬-এফ. আর. কলকাতা ১০.৭.২০০৩ দ্বারা তিনি মাননীয় রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আদেশে উপ নিবন্ধক হিসাবে নিশ্চিত হন। আবেদনকারী পরবর্তীতে হেলেঞ্চা উপ রেজিস্ট্রি অফিস, থানা- বাগদা, উত্তর ২৪ পরগনায় একই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আবেদনকারী ৩০.৪.২০১৩ তারিখে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

৩) ২০০৭ সালের মামলা নং সি - ২৬টি বিরোধিতাকারী অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বনগাঁ, এর আদালতে দায়ের করা অভিযোগের একটি আবেদনের ভিত্তিতে শুরু করা হয়েছিল, যেখানে আবেদনকারী ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০/৫০৪ ধারার অধীনেশাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ এনেছিল।

অভিযোগে বলা হয়, ২৮.২.২০০৭ তারিখে বিপরীত পক্ষের সাক্ষী নং ১ এবং ২ হেলেঞ্চা উপ রেজিস্ট্রি অফিসে একটি ইজারা দলিল নিবন্ধনের জন্য ছিল। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে, উপস্থিত আবেদনকারী অফিসে আসেন। বিপরীত পক্ষ একটি ইজারা দলিল নিবন্ধনের জন্য একটি বাজার মূল্যায়ন ফর্ম জমা দিয়েছে।

আবেদনকারী দলিল নথিভুক্ত করার জন্য মূল্য নির্ধারণ করেছেন এবং মূল্যায়ন ফর্মের পাশে কিছু লিখে ঘুষ চেয়েছেন বলেও ইঙ্গিত করেছেন। অভিযোগ করা হয়েছিল যে আবেদনকারী মূল্যায়ন ফর্মে ৭০ঙ শব্দটি ব্যবহার করেছেন যার অর্থ ছিল ৫০০/- টাকা, ৫ঘ যার অর্থ ৪০০/- টাকা এবং ৩০ঙ যার অর্থ ছিল ৫০০/- টাকা, তাকে দিতে হবে। অভিযোগ করা হয়, যখনই কেউ দলিল নিবন্ধনের জন্য যেতেন, আবেদনকারী উপরে উল্লিখিত মূল্যায়ন ফর্মে এ ধরনের পদ ব্যবহার করে ঘুষ নিতেন।

এতে আরও অভিযোগ করা হয় যে, বিপরীত পক্ষ আবেদনকারীকে ঘুষ দিতে অস্বীকার করায় ক্ষিপ্ত হয়ে বিপরীত পক্ষের প্রতি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। বিপরীত পক্ষ নিজেকে আইনজীবী পরিচয় দিলেও আবেদনকারী তাকে কক্ষ ছেড়ে চলে যেতে বলেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। আর কোনো বিকল্প না পেয়ে উল্টো দল অফিস ত্যাগ করে।

অভিযোগ করা হয় যে, বিপরীত পক্ষ খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় আবেদনকারী উপস্থিত হন এবং অনেকের উপস্থিতিতে বিপরীত পক্ষকে নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং আইনজীবীদের শিক্ষা দেওয়ার হুমকি দেন এবং দেখেছেন যে আইনজীবীদের উপ রেজিস্ট্রি অফিসে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। আবেদনকারী আইনজীবীদের "বদনাম" বলে তাদের সুনাম ক্ষুন্ন করেছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগকারী/বিপরীপক্ষের দাবি যে তিনি একজন আইনজীবী হওয়ায় অপমানিত বোধ করেছেন কারণ তিনি তার মক্কেল এবং অন্যদের সামনে অপমানিত হয়েছেন এবং সমাজে তার নাম ও সুনাম ক্ষুন্ন হয়েছে।

বিপরীত পক্ষের অভিযোগ, আবেদনকারী তাকে অপমান করে তার পেশা শেষ করার হুমকি দিয়েছেন এবং এ ধরনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীও রয়েছেন।

ঘটনার সময় অফিসের অনেক কর্মচারী ও বিপরীত পক্ষের পরিচিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আরো অভিযোগ করা হয় যে আবেদনকারী উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিপরীত পক্ষের সুনাম ক্ষুণ্ন করতে জনগণের সামনে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছেন।

৪) বিজ্ঞ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বনগাঁ ৮.৩.২০০৭ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে অভিযোগের উপরোক্ত আবেদন প্রাপ্তির পরে এতে প্রকাশিত অপরাধগুলির স্বীকৃতি গ্রহণ করেন। তারপরে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০০ এর অধীনে অভিযোগকারী / বিপরীত পক্ষ এবং সাক্ষী অশোক মল্লিককে পরীক্ষা করার পরে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০/৫০৪ ধারার অধীনে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে একটি মামলা তৈরি করতে পেরে খুশি হন এবং এমতাবস্থায় আবেদনকারী্র নামে সমন জারি করা হয়েছে।

৫) আবেদনকারী তার বিরুদ্ধে তাত্ক্ষণিক মামলার সূচনা সম্পর্কে জানতে পেরে, ১৫.৩.২০০৭ তারিখে বনগাঁর অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আত্মসমর্পণ করেন এবং জামিনে মুক্তি পান।

৬) পরবর্তীকালে আবেদনকারী বিজ্ঞ অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বনগাঁর আদালতে তাত্ক্ষণিক মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য একটি আবেদন করেন।

৭) বিজ্ঞ অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বনগাঁ তার ১৩.২.২০১৪ তারিখের আদেশের মাধ্যমে আবেদনকারীর পক্ষে করা মুক্তির প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

৮) আবেদনকারী তার আবেদনে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি উল্লেখ করেছেন:

ক) অশোক মল্লিক, কার্তিক মল্লিক এবং উজ্জল মল্লিক, অতুল মল্লিকের সকল পুত্র, গ্রাম এবং ডাকঘর- মালিদা, থানা- বাগদা ২৮.২.২০০৭ তারিখে তাদের জমি রেজিস্ট্রেশনের জন্য এখানে বিপরীত পক্ষের মাধ্যমে বর্তমান আবেদনকারীর অফিসে যোগাযোগ করেছেন।

উল্লিখিত ব্যক্তিদের দ্বারা জমা দেওয়া নথি যাচাই-বাছাইয়ের পর, আবেদনকারী তাদের নথি নিবন্ধন করতে অস্বীকার করেছিল কারণ তারা ভারতের নাগরিক হিসাবে তাদের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। আবেদনকারী তাদের ইচ্ছার ভিত্তিতে কাজ করতে অস্বীকার করলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং আবেদনকারীকে ভয়ানক পরিণতির হুমকি দেন।

খ) আবেদনকারী ২৩.৭.২০১০ তারিখের মেমো নং ১১১ দ্বারা বাগদা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে উক্ত ঘটনার বিষয়ে অবহিত করেন।

গ) উল্লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর, বাগদা থানায় মামলা নং ২১৭ তারিখ ২৪.৪.২০১০ বিদেশী আইনের ১৪ ধারা মোতাবেক উল্লিখিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শুরু করা হয় এবং তদন্ত শুরু হয়। ওই ব্যক্তিরা আদালতে আত্মসমর্পণও করেন। উল্লিখিত কার্যক্রম এখনও চলছে এবং বিচারাধীন।

ঘ) তাৎক্ষণিক মামলার অন্যতম সাক্ষী অশোক মল্লিক। তার জবানবন্দি থেকে এটি স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে তাত্ক্ষণিক মামলার অভিযোগকারী ভারতের নাগরিক নন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা জমা দেওয়া নথিগুলির নিবন্ধনের জন্য বর্তমান আবেদনকারীর কাছে গিয়েছিলেন এবং যখন তিনি নথিগুলি নিবন্ধন করতে অস্বীকার করেছিলেন, তখন বিপরীত পক্ষ বর্তমান আবেদনকারীর বিরুদ্ধে তাত্ক্ষণিক মামলা দায়ের করেছিল।

৯) আবেদনকারী দাখিল করেন যে তাত্ক্ষণিক কার্যধারাটি বিপরীত পক্ষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মিথ্যা ও ফালতু গল্পের ভিত্তিতে কোন ভিত্তি ছাড়াই। কথিত ঘটনাটি ২৮.২.২০০৭ তারিখে ঘটেছিল কিন্তু অভিযোগটি ৮.৩.২০০৭ তারিখে দায়ের করা হয়েছিল অর্থাৎ কথিত ঘটনার তারিখ থেকে ৭ দিন পরে এবং অভিযোগ দায়ের করার ক্ষেত্রে এত অযৌক্তিক বিলম্বের জন্য কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দায়ী করা হয়নি। এই তথ্যগুলি থেকে এটা স্পষ্ট যে আবেদনকারী যখন ভারতের নাগরিক নন এমন ব্যক্তিদের নথি নিবন্ধন করতে অস্বীকার করেছিলেন, তখন তারা বর্তমান আবেদনকারীকে হয়রানি করতে প্ররোচিত হয়েছিল এবং তাত্ক্ষণিক মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত কার্যধারার সূচনা এবং ধারাবাহিকতা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং এটি বাতিলের জন্য দায়ী।

১০) আবেদনকারী দাখিল করেন যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ ধারার অধীনে একটি অভিযোগকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য, অভিযোগগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারার প্রয়োজনীয়তা এবং এর সাথে যুক্ত ব্যাখ্যাগুলি পূরণ করতে হবে। এইভাবে একজন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির দ্বারা এটি দেখানো প্রয়োজন যে অভিযুক্তি, যা তার খ্যাতিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, অন্যদের অনুমানে তার নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চরিত্রকে নিম্নগামী করেছে। ঘটনায় সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির নৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক চরিত্র অন্যান্য ব্যক্তির অনুমানে হ্রাস পায় না, অভিযুক্ত করা মানহানির অপরাধের কমিশন হতে পারে না। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, অভিযোগের দরখাস্ত বা বিপরীত পক্ষের বিবৃতি এবং তার সাক্ষী, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গম্ভীরভাবে স্বীকারোক্তিতে রেকর্ড করা হয় না, অভিযোগ করে যে বিপরীত পক্ষের খ্যাতি এবং/অথবা নৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক চরিত্র অন্য কোনো ব্যক্তির অনুমানে হ্রাস পেয়েছে এবং বিপরীত পক্ষও কোনো ব্যক্তিকে তার পক্ষে সাক্ষী হিসেবে যুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে, এই সত্যটির সমর্থনে যে তার নৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক কথিত ব্যক্তির দৃষ্টিতে চরিত্রকে অবনত করা হয়েছে।

এইভাবে এটি স্পষ্ট যে বিপরীত পক্ষ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারার অধীনে প্রদত্ত পরিমিতির মধ্যে একটি মামলা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসাবে মানহানির অভিযোগটি কোনও যোগ্যতা ছাড়াই এবং এবং প্রত্যাখ্যান করা কার্যধারা বাতিলের জন্য দায়ী।

১১) আবেদনকারী দাখিল করেছেন যে মানহানির একটি অপরাধ করার জন্য, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য হিসাবে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে অপরাধী মনের অস্তিত্ব দেখানো অপরিহার্য। আবেদননকারীর ক্ষেত্রে এটা অভিযোগ করা যাবে না যে তার নিজের স্বার্থ এবং/অথবা অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তার স্বাভাবিক অধিকার প্রয়োগের জন্য আবেদনকারীর পদক্ষেপ হিসাবে উল্লিখিত আবেদনকারীর পক্ষ থেকে অপরাধী মন বিদ্যমান ছিল। অধিকন্তু, আবেদনকারী একজন সরকারী কর্মচারী হওয়ার কারণে, বিপরীত পক্ষের দ্বারা জমা দেওয়া একটি নথি নিবন্ধন বা নিবন্ধন করতে অস্বীকার করার অধিকার তার রয়েছে, যদি এটি প্রতিষ্ঠিত হয় যে যে ব্যক্তিরা নথি জমা দিয়েছেন, তারা ভারতের নাগরিক নন। অভিযোগের আবেদন এবং সেইসাথে গৌরবপূর্ণ নিশ্চিতকরণের উপর পরীক্ষা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ ধারার অধীনে প্রদত্ত অপরাধের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে কোনোভাবেই প্রতিষ্ঠিত করেনি। আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে অপরাধী মনের অনুপস্থিতিতে, অপ্রীতিকর কার্যধারা অব্যাহত রাখা স্পষ্টতই আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে এবং তাই ন্যায়বিচারের শেষের জন্য এটি অবিলম্বে বাতিল করা হবে।

১২) আবেদনকারী দাখিল করেন যে ফৌজদারি ভীতি প্রদর্শনের একটি অপরাধ গঠনের জন্য, নিম্নলিখিত অপরিহার্য উপাদানগুলি প্রাথমিকভাবে প্রমাণ করা প্রয়োজন।

ক) একজন ব্যক্তি অন্যকে আঘাতের হুমকি দেয়;

খ) আঘাত হল - (i) তার ব্যক্তি, খ্যাতি বা সম্পত্তি, বা (ii) যে ব্যক্তি আগ্রহী তার ব্যক্তি বা খ্যাতির প্রতি।

গ) উদ্দেশ্য হল- (i) সেই ব্যক্তির ক্ষতি করতে, বা (ii) সেই ব্যক্তিকে এমন কোনো কাজ করতে বাধ্য করুন যা সে আইনত বাধ্য নয়, এড়ানোর উপায় হিসেবে, এই ধরনের হুমকি কার্যকর করা, বা (iii) সেই ব্যক্তিকে এমন কোনো কাজ করতে বাধ্য করা যা সে ব্যক্তি আইনতভাবে করার অধিকারী, যেমন এই ধরনের হুমকির সম্পাদন এড়ানোর উপায়।

তবে তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, অভিযোগের দরখাস্তের পাশাপাশি একান্ত নিশ্চিতকরণের ভিত্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হলেও, এখানে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো কোনোভাবেই পূরণ হয়নি। সংযোজনী 'পি৫' থেকে এটি স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে একজন উকিল হিসাবে বিপরীত পক্ষ তার মক্কেলের সহায়তায় বর্তমান আবেদনকারীকে অবৈধভাবে কাজ করতে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিল। বিপরীত পক্ষের মক্কেল যারা ভারতের নাগরিক নন তারা তাদের পক্ষে নথি নিবন্ধন করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু একজন সরকারী কর্মচারী হিসাবে আবেদনকারী তা করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং মিথ্যা ও ফালতু অভিযোগ দিয়ে আবেদনকারীর সুনাম ক্ষুন্ন করার জন্য তাৎক্ষণিক মামলা দায়ের করেন।

এই পরিস্থিতিতে, অভিযুক্ত কার্যধারার সূচনা এবং ধারাবাহিকতা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ এবং যেমন, এটি অবিলম্বে বাতিল করা হবে।

১৩) আবেদনকারী দাখিল করেন যে তাত্ক্ষণিক মামলাটি বর্তমান আবেদনকারীকে হয়রানি ও অপমানিত করার জন্য বিরোধী পক্ষের দ্বারা বদনাম করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল৷ বিপরীত পক্ষ তার মক্কেলদের একটি নথি নথিভুক্ত করার চেষ্টা করেছিল যারা ভারতের নাগরিক নন। একজন সরকারী কর্মচারী হিসাবে আবেদনকারী উল্লিখিত নথিগুলি নিবন্ধন করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং যখন তিনি তা করতে অস্বীকার করেছিলেন, তখন উক্ত ব্যক্তিরা একজন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে অপরাধ করেছিলেন। এটি মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত যে প্রাথমিক পর্যায়েও যদি কোনো ব্যক্তি ভুল উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো অভিযোগ দায়ের করেন, তাহলে হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ এর অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করে কার্যধারা বাতিল করতে পারে।

১৪) আবেদনকারী দাখিল করেন যে বিচারের সূচনা আইনে খারাপ। অভিযোগকারী ঘটনার সময় একজন সরকারি কর্মচারী ছিলেন। এটি বাধ্যতামূলক যে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক অপরাধের স্বীকৃতি নেওয়ার আগে, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৭ ধারা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমোদন নেওয়া উচিত। অভিযোগের আর্জি থেকে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে আবেদনকারী একটি সংশ্লিষ্ট অফিসের উপ-নিবন্ধক ছিলেন, আবেদনকারী নথি নিবন্ধন করতে অস্বীকার করেছিলেন কারণ নথি নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারীর কাছে আসা ব্যক্তিরা ভারতের নাগরিক ছিলেন না। সুতরাং আবেদনকারীর দ্বারা একটি নথি নিবন্ধন করতে অস্বীকার করা একটি সরকারী কাজ ছিল।

যাইহোক, তাত্ক্ষণিক মামলায় আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন শুরু করার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন অনুমোদন দেওয়া হয়নি। সুতরাং আমলে নেওয়ার আদেশটি আইনের দৃষ্টিতে খারাপ এবং পরবর্তী কার্যধারায় দাঁড়ানোর মতো কোনো পা নেই এবং সেইজন্য, প্রত্যাখ্যান করা মামলাটি বাতিলের দায়বদ্ধ।

১৫) আবেদনকারী দাখিল করেন যে ১৩.২.২০১৪ তারিখের আদেশটি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তার বিচারিক মন না দিয়েই আদেশ দেন। এটি আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো কার্যক্রম শুরু করার আগে সেই মামলার অনুমোদন বাধ্যতামূলক। যাইহোক, তাত্ক্ষণিক মামলায়, আমলে নেওয়ার সময়, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও অনুমোদন নেওয়া হয়নি, তবে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তার বিচারিক মন প্রয়োগ না করে যান্ত্রিকভাবে আবেদনকারীর আবেদন খারিজ করে দেন যা আইনগতভাবে খারাপ এবং টিকিয়ে রাখা যায় না। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, বাতিল করা আদেশটি খারিজ করার জন্য দায়বদ্ধ।

১৬) আবেদনকারী দাখিল করেন যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২৪৫ (৩) (১৯৮৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ আইন নং ২৪ দ্বারা সংশোধিত) প্রদান করে যে যদি ধারা ৪৪ সম্পর্কিত প্রমাণগুলি বাদীর সমর্থনে চার বছরের মধ্যে উপস্থাপন করা না হয় অভিযুক্তের উপস্থিতির তারিখে, ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেবেন যদি না বাদী ইতিমধ্যে উত্থাপিত সাক্ষ্যের উপর সন্তুষ্ট না হয় এবং বিশেষ কারণে, অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেওয়া ন্যায়বিচারের স্বার্থে হবে না বলে অনুমান করার কারণ রয়েছে।

যাইহোক, তাৎক্ষণিক মামলায় আবেদনকারী ১৫.৩.২০০৭ তারিখে বিজ্ঞ আদালতে হাজির হন এবং জামিনে মুক্তি পান, কিন্তু ৭ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত কোন প্রমাণ পেশ করা হয়নি। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে, অভিযোগের আবেদন যা তাত্ক্ষণিক কার্যধারার জন্ম দিয়েছে তা খারিজ করা প্রয়োজন কারণ কার্যধারা অব্যাহত রাখা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার।

১৭) আবেদনকারী দাখিল করেন যে এটি আইনের সুনিশ্চিত নীতি যে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৭ ধারা দায়বদ্ধ সরকারী কর্মচারীদের জন্য বিপজ্জনক ফৌজদারি কার্যধারার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে যে অপরাধের জন্য অভিযোগ করা হয়েছে যে তারা সরকারী কর্মচারী হিসাবে কাজ করছে বা কথিতভাবে কাজ করছে। যাইহোক, তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, বিপরীত পক্ষ বর্তমান আবেদনকারীকে এমন একজন ব্যক্তির নথি নথিভুক্ত করার জন্য জোর দিয়েছিল যিনি ভারতের নাগরিক নন এবং একজন দায়িত্বশীল সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে আবেদনকারী তা করতে অস্বীকার করেছেন, যার ফলস্বরূপ তাত্ক্ষণিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপালের আদেশে নিযুক্ত বর্তমান আবেদনকারীকে হয়রানি ও অপমান করার জন্য বিপরীত পক্ষের দ্বারা মামলাটি করা হয়েছিল। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আবেদনকারী ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৭ ধারা অনুযায়ী সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী, কিন্তু বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আমলে নেওয়ার সময়, বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ হন যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত, একজন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না। এইভাবে, কার্যধারার সূচনাটি বেআইনিতায় ভুগছে এবং পরবর্তী কার্যধারাও আইনের দৃষ্টিতে খারাপ এবং তা বাতিলের দায়বদ্ধ।

১৮) আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে -

i) অভিযুক্ত কার্যধারা আদালতের প্রক্রিয়ার একটি চরম অপব্যবহার যা ইতিমধ্যে যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তার বাইরে আরও এক দিন চলতে দেওয়া হলে, এটি নিজেকে হয়রানি ও নিপীড়নের অস্ত্রে পরিণত করবে এবং এবং ন্যায়বিচারের শেষের জন্য অবিলম্বে বাতিল করা হবে।

ii) অপ্রমাণিত আদেশটি আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ যা যদি আরও একদিনের জন্য কার্যকর থাকতে দেওয়া হয় তবে তা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতির লঙ্ঘন হবে এবং যেমন ন্যায়বিচারের শেষের জন্য অবিলম্বে আলাদা করা দায়বদ্ধ।

iii) কোনো ভিত্তি ছাড়াই একটি মিথ্যা ও ফালতু গল্পের ভিত্তিতে বিপরীত পক্ষের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কার্যক্রম চালু করা হয়। কথিত ঘটনাটি ২৮.২.২০০৭ তারিখে ঘটেছিল কিন্তু অভিযোগটি ৮.৩.২০০৭ তারিখে দায়ের করা হয়েছিল অর্থাৎ কথিত ঘটনার তারিখ থেকে ৭ দিন পরে এবং অভিযোগ দায়ের করার ক্ষেত্রে এত অযৌক্তিক বিলম্বের জন্য কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দায়ী করা হয়নি। এই তথ্যগুলি থেকে এটা স্পষ্ট যে যখন আবেদনকারী ভারতের নাগরিক নন এমন ব্যক্তিদের নথি নিবন্ধন করতে অস্বীকার করেছিলেন, অনুপ্রাণিতভাবে এবং বর্তমান আবেদনকারীকে হয়রানি করার জন্য, তাত্ক্ষণিক মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল।

যেহেতু এই ধরনের সূচনা এবং অপ্রীতিকর কার্যধারা অব্যাহত রাখা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং এটি বাতিলের জন্য দায়ী।

iv) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ ধারার অধীনে একটি অভিযোগকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য, অভিযোগগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারার প্রয়োজনীয়তা এবং এর সাথে যুক্ত ব্যাখ্যাগুলি পূরণ করতে হবে। এইভাবে একজন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির দ্বারা এটি দেখানো প্রয়োজন যে অভিযুক্তি, যা তার খ্যাতি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, অন্যদের অনুমানে তার নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চরিত্রকে কমিয়ে দেয়। যদি অন্য ব্যক্তির অনুমানে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির নৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক চরিত্রের অবনতি না হয়, তাহলে দোষারোপ করা মানহানির অপরাধের কমিশন হতে পারে না। তৎক্ষণাৎ মামলাতে, না অভিযোগের দরখাস্ত বা বিপরীত পক্ষের এবং তার সাক্ষীর বিবৃতি, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গম্ভীর স্বীকারোক্তিতে রেকর্ড করা হয়নি, অভিযোগ করা হয়েছে যে অন্য কোন ব্যক্তির অনুমানে বিপরীত পক্ষের খ্যাতি এবং/অথবা নৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক চরিত্রকে হ্রাস করা হয়েছিল এবং উল্লিখিত ব্যক্তির দৃষ্টিতে তার নৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক চরিত্রের অবনতি হয়েছে এই সত্যের সমর্থনে বিপরীত পক্ষও তার পক্ষে সাক্ষী হিসাবে কোনও ব্যক্তিকে যুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এইভাবে এটি স্পষ্ট যে বিপরীত পক্ষ ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪৯৯ এর অধীনে প্রদত্ত পরিমিতিগুলির মধ্যে একটি মামলা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসাবে মানহানির অভিযোগটি কোনও যোগ্যতা ছাড়াই এবং প্রত্যাখ্যান করা প্রক্রিয়াটি বাতিল করার দায়বদ্ধ।

v) মানহানির অপরাধ করার জন্য, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য হিসাবে, অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে অপরাধী মনের অস্তিত্ব দেখানো অপরিহার্য। আবেদনকারীর ক্ষেত্রে এটা অভিযোগ করা যাবে না যে উল্লিখিত আবেদনকারীর পক্ষ থেকে তার নিজের স্বার্থ এবং/অথবা অধিকার রক্ষার জন্য এই ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তার স্বাভাবিক অধিকার প্রয়োগ করার জন্য আবেদনকারীর পদক্ষেপ হিসাবে অপরাধী মন বিদ্যমান ছিল। অধিকন্তু, আবেদনকারী একজন সরকারী কর্মচারী হওয়ার কারণে, তার কাছে বিপরীত পক্ষের দ্বারা দাখিল করা নথি নিবন্ধন বা নিবন্ধন করতে অস্বীকার করার ক্ষমতা রয়েছে, যদি এটি প্রতিষ্ঠিত হয় যে যারা নথি জমা দিয়েছেন তারা ভারতের নাগরিক নন। অভিযোগের আবেদন এবং সেইসাথে গম্ভীরভাবে নিশ্চিতকরণের পরীক্ষা থেকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ ধারা অনুযায়ী অপরাধ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি কোনওভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় না। আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে অপরাধী মনের অনুপস্থিতিতে, বিরোধিতার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা স্পষ্টতই আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে এবং তাই বিচারের শেষের জন্য এটি অবিলম্বে বাতিল করা হবে।

vi) ফৌজদারি ভয় দেখানোর একটি অপরাধ গঠন করা, নিম্নলিখিত অপরিহার্য উপাদান এমনকি প্রাথমিকভাবে প্রমাণ করা প্রয়োজন। (ক) একজন ব্যক্তি অন্যকে হুমকি দেয় আঘাত সহ (খ) আঘাত (i) তার ব্যক্তি, সুনাম বা সম্পত্তি, বা (ii) ব্যক্তি বা খ্যাতি যার প্রতি সেই ব্যক্তি আগ্রহী। (গ) উদ্দেশ্য হল (i) - সেই ব্যক্তির ক্ষতি করা, বা (ii) সেই ব্যক্তিকে এমন কোনও কাজ করতে বাধ্য করা যা সে আইনত বাধ্য নয়, এড়ানোর উপায় হিসাবে এই ধরনের হুমকি কার্যকর করা, বা (iii) এই ধরনের হুমকির মৃত্যুদন্ড এড়ানোর উপায় হিসাবে সেই ব্যক্তিকে আইনতভাবে করার অধিকারী এমন কোনও কাজ করতে বাদ দেওয়া। তবে তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, অভিযোগের দরখাস্তের পাশাপাশি একান্ত নিশ্চিতকরণের ভিত্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হলেও, এখানে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো কোনোভাবেই পূরণ হয়নি। এটা স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত যে বিপরীত পক্ষ একজন অ্যাডভোকেট হিসেবে তার মক্কেলের সহায়তায় বর্তমান আবেদনকারীকে অবৈধভাবে কাজ করতে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিল। বিপরীত পক্ষের মক্কেল যারা ভারতীয় নাগরিক নন তারা তাদের পক্ষে নথিগুলি নথিভুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু একজন সরকারী কর্মচারী হিসাবে আবেদনকারী তা করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং মিথ্যা এবং অসার অভিযোগ দিয়ে আবেদনকারীর সুনাম নষ্ট করার জন্য, তাত্ক্ষণিক মামলা দায়ের করেছিলেন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, অভিযুক্ত কার্যধারার সূচনা এবং ধারাবাহিকতা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ এবং যেমন, এটি অবিলম্বে বাতিল করা হবে।

vii) তাত্ক্ষণিক মামলাটি বর্তমান আবেদনকারীকে হয়রানি ও অপমান করার জন্য একটি খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে বিপরীত পক্ষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিপরীত পক্ষ তার মক্কেলদের একটি নথি নথিভুক্ত করার চেষ্টা করেছিল যারা ভারতের নাগরিক নন। একজন সরকারী কর্মচারী হিসাবে আবেদনকারী উল্লিখিত নথিগুলি নিবন্ধন করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং যখন তিনি তা করতে অস্বীকার করেছিলেন, তখন উক্ত ব্যক্তিরা একজন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে অপরাধ করেছিলেন। এটি মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, প্রাথমিক পর্যায়েও যদি কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ করা হয়, তবে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২-এর অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করে হাইকোর্ট মামলাটি বাতিল করতে পারে।

viii) মামলার সূচনা আইনে খারাপ। আবেদনকারী ঘটনার সময় একজন সরকারি কর্মচারী ছিলেন। এটি বাধ্যতামূলক যে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক অপরাধের স্বীকৃতি নেওয়ার আগে, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৭ ধারা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমোদন নেওয়া উচিত। অভিযোগের আবেদন থেকে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে আবেদনকারী একটি সংশ্লিষ্ট অফিসের একজন উপ-নিবন্ধক ছিলেন, আবেদনকারী নথিগুলি নিবন্ধন করতে অস্বীকার করেছিলেন কারণ যে ব্যক্তিরা নথি নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারীর কাছে গিয়েছিলেন তারা ভারতের নাগরিক নন। সুতরাং আবেদনকারীর দ্বারা একটি নথি নিবন্ধন করতে অস্বীকার করা একটি সরকারী কাজ ছিল।

যাইহোক, তাত্ক্ষণিক মামলায় আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন শুরু করার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন অনুমোদন দেওয়া হয়নি। সুতরাং আমলে নেওয়ার আদেশটি আইনের দৃষ্টিতে খারাপ এবং পরবর্তী কার্যধারায় দাঁড়ানোর মতো কোনো পা নেই এবং সেইজন্য, প্রত্যাখ্যান করা মামলাটি বাতিলের জন্য দায়বদ্ধ।

ix) ১৩.২.২০১৪ তারিখের আদেশের মাধ্যমে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তার বিচারিক মন প্রয়োগ না করে একটি আদেশ দেন। এটি আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো কার্যক্রম শুরু করার আগে সেই মামলার অনুমোদন বাধ্যতামূলক। তবে, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, আমলে নেওয়ার সময়, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও অনুমোদন নেওয়া হয়নি। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তার বিচারিক মন প্রয়োগ না করে যান্ত্রিকভাবে আবেদনকারীর আবেদন খারিজ করে দেন যা আইনগতভাবে খারাপ এবং টিকিয়ে রাখা যায় না। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, বাতিল করা আদেশ খারিজ করা দায়বদ্ধ।

x) ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২৪৫ (৩) (১৯৮৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ আইন নং ২৪ দ্বারা সংশোধিত) প্রদান করে যদি ধারা ৪৪-এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত প্রমাণ উপস্থাপন না করা হয়, আসামি হাজির হওয়ার তারিখ থেকে চার বছরের মধ্যে প্রসিকিউশনের সমর্থনে, ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেবেন যদি না বাদী সন্তুষ্ট করে যে ইতিমধ্যে উত্পাদিত প্রমাণের ভিত্তিতে এবং বিশেষ কারণে, অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেওয়া ন্যায়বিচারের স্বার্থে হবে না বলে অনুমান করার কারণ রয়েছে।

যাইহোক, তাত্ক্ষণিক মামলায় আবেদনকারী ১৫.৩.২০০৭ তারিখে বিজ্ঞ আদালতে হাজির হন এবং জামিনে মুক্তি পান, কিন্তু ৭ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত কোন প্রমাণ পেশ করা হয়নি। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে, অভিযোগের আবেদন যা তাত্ক্ষণিক কার্যধারার জন্ম দিয়েছে তা খারিজ করা প্রয়োজন কারণ কার্যধারা অব্যাহত রাখা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার।

আইনের এটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯৭ দায়বদ্ধ সরকারী কর্মচারীদের জন্য বিপজ্জনক ফৌজদারি কার্যধারার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে যে অপরাধের জন্য অভিযোগ করা হয়েছে যে তারা সরকারী কর্মচারী হিসাবে কাজ করছে বা কথিতভাবে কাজ করছে। যাইহোক, তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, বিপরীত পক্ষ বর্তমান আবেদনকারীকে এমন একজন ব্যক্তির নথি নথিভুক্ত করার জন্য জোর দিয়েছিল যিনি ভারতের নাগরিক নন এবং একজন দায়িত্বশীল সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে আবেদনকারী তা করতে অস্বীকার করেছেন, যার ফলস্বরূপ তাত্ক্ষণিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপালের আদেশে নিযুক্ত বর্তমান আবেদনকারীকে হয়রানি ও অপমান করার জন্য বিপরীত পক্ষের দ্বারা মামলাটি করা হয়েছিল। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আবেদনকারী ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৭ ধারা অনুযায়ী সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী,

কিন্তু বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আমলে নেওয়ার সময়, বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ হন যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত, একজন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না। এইভাবে, কার্যধারার সূচনাটি বেআইনিতায় ভুগছে এবং পরবর্তী প্রক্রিয়াটিও আইনের দৃষ্টিতে খারাপ এবং তা বাতিলের দায়বদ্ধ।

xii) ন্যায়বিচারের স্বার্থে আইনের মর্যাদা সমুন্নত রাখা সমীচীন যে, অপ্রস্তুত আদেশকে খারিজ করা।

xiii) অবাঞ্ছিত আদেশ অন্যথায় আইনে খারাপ এবং যেমন একই খারিজ করা দায়বদ্ধ।

১৯) বিপরীত পক্ষের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে দরখাস্তকারী ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কারণ বিপরীত পক্ষ দলিলটি নথিভুক্ত করার জন্য দাবিকৃত ঘুষের পরিমাণ দিতে অস্বীকার করেছিল। তিনি অবিলম্বে বিপরীত পক্ষকে গালিগালাজ করেন এবং তার বক্তব্যকে অবমাননা করেন যার ফলে রাস্তায় জনসমক্ষে তার সুনাম ক্ষুণ্ন হয়। যেহেতু ঘটনাটি রাস্তায় ঘটেছিল, ফৌজদারি কার্যবিধি ১৯৭ ধারার অধীনে অনুমোদনের প্রয়োজন না থাকায় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটকে ডিসচার্জের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করার ন্যায়সঙ্গত ছিল।

২০) নিঃসন্দেহে দাপ্তরিক কার্যক্রম চলাকালীন পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, যেখানে আবেদনকারী সরকারী ক্ষমতায় কাজ করেছিলেন। ঘটনার স্থান সম্পর্কিত বিবৃতিটি বিপরীত পক্ষের সংস্করণে বিরোধপূর্ণ যা অভিযোগে বর্ণিত হয়েছে এবং ০৮.০৩.২০০৭ তারিখে ফৌজদারি কার্যবিধির ২০০ ধারার অধীনে এস.এ.-তে পরীক্ষার মাধ্যমে পুনঃকোড করা হয়েছে যখন এ.সি.জে.এম., বনগাঁও-এর আদালত কর্তৃক আমলে নেওয়া হয়েছিল।

২১) ০৮.০৩.২০০৭ তারিখের অভিযোগে বিপরীত পক্ষকে রাস্তায় অপমান ও হেয় করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যাইহোক, ফৌজদারি কার্যবিধির ২০০ ধারার বিধান মেনে পরীক্ষার সময় আদালতের সামনে তার পূর্বোক্ত বিবৃতিতে ঘটনাটি প্রাথমিকভাবে এডিএসআর-এর অফিসিয়াল কক্ষে ঘটেছিল যা পরবর্তীতে জনসাধারণের উপস্থিতিতে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে বলে বর্ণনা করেছেন।

২২) ০৮.০৩.২০০৭ তারিখে এস.এ.-তে অশোক মল্লিকের বিবৃতিতে ২০০ ধারা ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানের অধীনে পরীক্ষার জন্য এ.সি.জে.এম, বনগাঁর আদালতে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হওয়ার স্থানটি উল্লেখ করা হয়েছে।

২৩) মহম্মদ আবদুল্লাহ খান বনাম প্রকাশ কে[১] মামলায়, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে: -

"১০. ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪৯৯ মানহানির অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করে। এটিতে ১০টি ব্যতিক্রম এবং ৪টি ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রাসঙ্গিক অংশ পড়ে;

ধারা ৪৯৯. মানহানি- যে ব্যক্তি, শব্দ দ্বারা বা পাঠ করার উদ্দেশ্যে, বা লক্ষণ দ্বারা বা দৃশ্যমান উপস্থাপনা দ্বারা, ক্ষতি করার ইচ্ছা করে এমন কোনো ব্যক্তির সম্পর্কে কোনো অনুযোগ তৈরি বা প্রকাশ করে, বা এই ধরনের অভিপ্রচার ক্ষতি করবে বলে বিশ্বাস করার কারণ আছে, এমন ব্যক্তির সুনাম, বলা হয়, পরবর্তীতে প্রত্যাশিত মামলা ব্যতীত ওই ব্যক্তির মানহানি করা।

১) মানু/এসসি/১৫২০/২০১৭

১১) উপরের একটি বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে মানহানির অপরাধ গঠনের জন্য একজন ব্যক্তিকে অন্য কোনো ব্যক্তির বিষয়ে কিছু অভিযুক্ত করা প্রয়োজন;

(i) এই ধরনের অভিযোজন অবশ্যই করা উচিত, হয়
(ক) ইচ্ছা করে, বা
(খ) জ্ঞান, বা
(গ) বিশ্বাস করার কারণ আছে
যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে তার সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
(ii) ইম্প্যুটেশন হতে পারে,
(ক) শব্দ, হয় কথ্য বা লিখিত, বা
(খ) চিহ্ন তৈরি করে, বা
(গ) দৃশ্যমান উপস্থাপনা
(iii) ইম্প্যুটেশন হয় তৈরি বা প্রকাশিত হতে পারে।
অভিযুক্ত করা এবং একই প্রকাশ করার মধ্যে পার্থক্য হল:
যদি 'X' 'Y' কে বলে যে 'Y' একজন অপরাধী - 'X' একটি অভিযোগ তোলে।
যদি 'X' 'Z' কে বলে যে 'Y' একজন অপরাধী - 'X' অভিযোগটি প্রকাশ করে।
ধারা ৪৯৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশনার সারমর্ম হল যে ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত করা হয়েছে তা ছাড়া অন্য ব্যক্তিদের কাছে মানহানিকর অভিযোগের যোগাযোগ।"

২৪) বিক্রম জোহর বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এবং অন্যরা[২]-এর ক্ষেত্রে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে: -

"১৫) ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম প্রফুল্ল কুমার সামাল এবং অন্য, মানু/এসসি /০৪১৪/ ১৯৭৮–তেঃ (১৯৭৯) ৩ এসসিসি ৪, আদালতের ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২২৭বিবেচনা করার সুযোগ ছিল, যা বিশেষ বিচারকের নিষ্পত্তির আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা। অনুচ্ছেদ নং ৭-এ ধারা ২২৭ লক্ষ্য করার পর, এই আদালত নিম্নলিখিত আদেশ দেয়: -

২) মানু / এসসি / ০৬০৮ / ২০১৯

৭) XXXXXXXXXX

"অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কার্যক্রম চালানোর জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি নয়" এই কথাগুলি স্পষ্টভাবে দেখায় যে বিচারক প্রসিকিউশনের নির্দেশে অভিযোগ গঠনের জন্য নিছক পোস্ট অফিস নন, কিন্তু বাদী দ্বারা বিচারের জন্য একটি মামলা করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য মামলার ঘটনাগুলির প্রতি তার বিচারিক মনকে অনুশীলন করতে হবে। এই সত্যটি মূল্যায়ন করার জন্য, আদালতের পক্ষে বিষয়টির ভাল-মন্দের মধ্যে প্রবেশ করা বা প্রমাণ এবং সম্ভাব্যতার ওজন এবং ভারসাম্যের মধ্যে প্রবেশ করা আবশ্যক নয় যা বিচার শুরু হওয়ার পরে সত্যই তার কাজ। ধারা ২২৭-এর পর্যায়ে, বিচারককে কেবলমাত্র অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কি না তা খুঁজে বের করার জন্য প্রমাণগুলি পরীক্ষা করতে হবে। ভিত্তির পর্যাপ্ততা পুলিশ কর্তৃক নথিভুক্ত সাক্ষ্যের প্রকৃতি বা আদালতে উপস্থাপন করা নথিগুলির প্রকৃতির মধ্যে নিয়ে যাবে যা প্রকাশ্যে প্রকাশ করে যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সন্দেহজনক পরিস্থিতি রয়েছে যাতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা যায়।

১৬) এই আদালতের পূর্ববর্তী মামলাগুলি বিবেচনা করার পর, অনুচ্ছেদ নং ১০-এ, নিম্নলিখিত নীতিগুলি লক্ষ্য করা গেছে: -

১০) সুতরাং, উপরে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের বিবেচনায়, নিম্নলিখিত নীতিগুলি উদ্ভূত হয়:

(১) যে বিচারক কোডের ধারা ২২৭ এর অধীনে অভিযোগ গঠনের প্রশ্নটি বিবেচনা করার সময় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে মামলা করা হয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করার সীমিত উদ্দেশ্যে প্রমাণগুলি যাচাই এবং ওজন করার নিঃসন্দেহে ক্ষমতা রয়েছে।

(২) যেখানে আদালতের সামনে রাখা উপকরণগুলি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গুরুতর সন্দেহ প্রকাশ করে যা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি আদালত একটি অভিযোগ গঠন এবং বিচারের সাথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত হবে।

(৩) একটি প্রাথমিক ঘটনা নির্ধারণের পরীক্ষা স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করবে এবং সর্বজনীন প্রয়োগের একটি নিয়ম স্থাপন করা কঠিন। যাইহোক, সাধারণভাবে যদি দুটি মতামত সমানভাবে সম্ভব হয় এবং বিচারক সন্তুষ্ট হন যে তার সামনে উপস্থিত প্রমাণগুলি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কিছু সন্দেহের জন্ম দেয় তবে গুরুতর সন্দেহ না করে, তবে তিনি অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেওয়ার সম্পূর্ণ অধিকারের মধ্যে থাকবেন।

(৪) যে কোডের ধারা ২২৭ এর অধীনে বিচারক তার এখতিয়ার প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে যা বর্তমান কোডের অধীনে একজন সিনিয়র এবং অভিজ্ঞ আদালত শুধুমাত্র একটি পোস্ট অফিস বা বাদীর মুখপত্র হিসাবে কাজ করতে পারে না, তবে মামলার বিস্তৃত সম্ভাবনা, সাক্ষ্যের মোট প্রভাব এবং আদালতে উপস্থাপন করা নথি, মামলায় উপস্থিত হওয়া মৌলিক দুর্বলতা ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। তবে এর অর্থ এই নয় যে বিচারককে বিষয়টির ভালো-মন্দের বিষয়ে একটি রোভিং তদন্ত করা উচিত এবং প্রমাণগুলিকে এমনভাবে ওজন করা উচিত যেন তিনি একটি বিচার পরিচালনা করছেন।

১৭) উড়িষ্যা রাজ্য বনাম দেবেন্দ্র নাথ পাধি, মানু/এসসি/১০১০/২০০৪: (২০০৫) ১ এসসিসি ৫৬৮,-তে এই আদালতের তিন বিচারকের বেঞ্চ ধারা ২২৭-এর অধীনে অব্যাহতি বিবেচনা করার সুযোগ ছিল, এটি আদালত কর্তৃক আদেশ হয়েছিল যে অভিযুক্তকে দীর্ঘস্থায়ী হয়রানি থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে ধারা ২২৭ সংযোজন করা হয়েছিল যা একটি দীর্ঘায়িত ফৌজদারি বিচারের একটি প্রয়োজনীয় সহযোগী। এটি গণনা করা হয় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের হয়রানি দূর করার জন্য যখন তদন্তের পরে সংগৃহীত প্রমাণ সামগ্রীগুলি ন্যূনতম আইনি প্রয়োজনীয়তার মধ্যে পড়ে না।

১৮) এই আদালতের আরেকটি রায়, যা উল্লেখ করা হবে তা হল প্রিয়াঙ্কা শ্রীবাস্তব এবং অন্য বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য, (২০১৫) এসসিসি ২৮৭। উপরের ক্ষেত্রে এই আদালত ১৫৬ (৩) ধারার অপব্যবহারের সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছে, যাদেরকে বিভিন্ন বিধিবদ্ধ কার্যাবলীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের হয়রানি করার জন্য। এই আদালত, প্রকৃতপক্ষে, পর্যবেক্ষণ করেছে যে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৬(৩) এর অধীনে আবেদনটি একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থন করা উচিত যাতে অভিযোগকারী ব্যক্তি অভিযোগে যা বলেছেন তার দায়ভার গ্রহণ করা উচিত। অনুচ্ছেদ সংখ্যা ৩০, নিম্নলিখিত অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ-

৩০) আমাদের বিবেচিত মতামত অনুসারে, এই দেশে একটি পর্যায় এসেছে যেখানে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৬(৩) আবেদনকারীর দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারের আহ্বানের জন্য আবেদনকারীর দ্বারা যথাযথভাবে শপথ করা একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। তা ছাড়া, একটি উপযুক্ত ক্ষেত্রে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটকে সত্য যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হবে এবং অভিযোগের সত্যতাও যাচাই করতে পারবেন। এই হলফনামা আবেদনকারীকে আরও দায়িত্বশীল করে তুলতে পারে। আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে হয়রানি করার জন্য কোনো দায়-দায়িত্ব না নিয়ে নিয়মিতভাবে এ ধরনের আবেদন করা হচ্ছে। এটি ছাড়াও, এটি আরও বিরক্তিকর এবং উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে যখন কেউ এমন লোকদের বাছাই করার চেষ্টা করে যারা একটি বিধিবদ্ধ বিধানের অধীনে আদেশ দিচ্ছেন যা উক্ত আইনের কাঠামোর অধীনে বা ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে বিরোধ করা যেতে পারে। কিন্তু ফৌজদারি আদালতে অযথা সুবিধা নেওয়ার জন্য এটি করা যাবে না যেন কেউ স্কোর নিষ্পত্তি করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

১৯) এইভাবে, এটা স্পষ্ট যে, নিষ্পত্তির আবেদন বিবেচনা করার সময়, বিচারের জন্য একটি মামলা করা হয়েছে কি না তা নির্ধারণের জন্য আদালতকে তার বিচারিক মন প্রয়োগ করতে হবে। এটা সত্য যে, এ ধরনের কার্যক্রমে আদালত প্রমাণ মার্শাল করে মিনি ট্রায়াল করতে চায় না।

২০) ডিসচার্জের সময় আদালতের দ্বারা প্রয়োগ করা এখতিয়ারের প্রকৃতি লক্ষ্য করার পরে, আমরা এখন বর্তমান মামলার তথ্যগুলিতে ফিরে আসি, যেখানে অভিযোগের অভিযোগকে সঠিক হিসাবে গ্রহণ করা, ধারা ৫০৪ এবং ৫০৬ এর অধীনে অপরাধ করা হয়েছে কিনা, একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

২১) আমাদের ধারা ৫০৩, ৫০৪ এবং ৫০৬ বিষয়গুলিকে উপলব্ধি করার জন্য লক্ষ্য করতে হবে, যা বিবেচনার জন্য এসেছে, যা নিম্নোক্ত প্রভাবের জন্য: -

৫০৩. অপরাধমূলক ভয় দেখানো - যে ব্যক্তি অন্যকে তার ব্যক্তি, সুনাম বা সম্পত্তি, বা ব্যক্তি বা খ্যাতির প্রতি কোন আঘাতের হুমকি দেয় যার প্রতি সেই ব্যক্তি আগ্রহী, সেই ব্যক্তির উদ্বেগ সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ে, বা সেই ব্যক্তিকে এমন কোন কাজ করতে বাধ্য করে যা তিনি আইনত বাধ্য নন, বা এমন কোনো কাজ করতে বাধ্য নন যা সেই ব্যক্তি আইনতভাবে করার অধিকারী, এই ধরনের হুমকির সম্পাদনা এড়ানোর উপায় হিসেবে, অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন করে।

ব্যাখ্যা- যে কোনো মৃত ব্যক্তির সুনাম ক্ষুণ্ন করার হুমকি, যার প্রতি হুমকি দেওয়া ব্যক্তি আগ্রহী, এই ধারার মধ্যে রয়েছে।

৫০৪. শান্তি ভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত অপমান- যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অবমাননা করে, এবং এর দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে উস্কানি দেয়, ইচ্ছা করে বা জেনেও যে এই ধরনের উস্কানি তাকে জনসাধারণের শান্তি ভঙ্গ করবে, বা অন্য কোনো অপরাধ করবে, তাকে একটি মেয়াদের জন্য যে কোনো বর্ণনার কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, যা দুই বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে বা জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে।

৫০৬. ফৌজদারি ভীতি প্রদর্শনের জন্য শাস্তি- যে কেউ অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের অপরাধ করে, তাকে দুই বছর পর্যন্ত মেয়াদের জন্য যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে;

যদি হুমকি মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত, ইত্যাদির জন্য হয় - এবং যদি হুমকি মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত, বা আগুন দ্বারা কোনো সম্পত্তি ধ্বংস ঘটাতে, বা মৃত্যু বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধ, বা সাত বছর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ডের জন্য, অথবা কোন মহিলার প্রতি অশ্লীলতা, অভিযুক্ত করা হলে, যেকোন বর্ণনার যেকোন একটি মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন যা সাত বছর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

২২) ফিওনা শ্রীখন্ডে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্য মানু/এসসি/০৮৫৩/ ২০১৩ঃ (২০১৩) ১৪ এসসিসি ৪৪, এই আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৪ ধারা বিবেচনার জন্য এসেছে। উল্লিখিত ক্ষেত্রে, এই আদালতের ধারা ৫০৪ এর উপাদানগুলি পরীক্ষা করার সুযোগ ছিল, যা একটি মামলার বিচারের জন্য এগিয়ে যাওয়ার আগে উপস্থিত থাকতে হবে। আদালত এই উল্লিখিত মামলাতে আদেশ দিয়েছে যে ওই মামলায় ফৌজদারি রিভিশন দায়ের করে আদেশ জারি প্রক্রিয়া চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এই আদালত আদেশ করেছে যে অভিযোগের পর্যায়ে, ম্যাজিস্ট্রেট শুধুমাত্র অভিযোগে উত্থাপিত অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার পর্যাপ্ত কারণ আছে কিনা তা প্রাথমিকভাবে সন্তুষ্ট করতে হবে। ১১ নং অনুচ্ছেদে, নিম্নলিখিত নীতিগুলি স্থাপন করা হয়েছে:-

১১) আমরা, এই ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র এই প্রশ্নের সাথে উদ্বিগ্ন যে, অভিযোগটি পড়ার ভিত্তিতে, ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রসেস জারি করার জন্য প্রাথমিকভাবে একটি মামলা করা হয়েছে কি না। ফৌজদারি মামলায় জারির প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আইনটি ভালভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অভিযোগের পর্যায়ে, ম্যাজিস্ট্রেট শুধুমাত্র অভিযোগে উত্থাপিত অভিযোগের সাথে উদ্বিগ্ন এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কিনা তা প্রাথমিকভাবে সন্তুষ্ট করতে হবে এবং মামলার যোগ্যতা বা দোষ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য অনুসন্ধান করা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রদেশ নয়। ধারা ২০২ এর অধীনে তদন্তের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত এই অর্থে যে ম্যাজিস্ট্রেট, এই পর্যায়ে, অভিযোগে করা অভিযোগের সত্যতা বা মিথ্যা প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে মামলার গুণাগুণ বা ত্রুটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা শুরু করার প্রত্যাশিত নয়, তবে অভিযোগে দেওয়া বিবৃতিতে স্পষ্ট অন্তর্নিহিত সম্ভাব্যতা বিবেচনা করুন৷ নাগাওওয়া বনাম ভিরান্না শিবলিঙ্গপ্পা কনজালগি, (১৯৭৬) ৩ এসসিসি ৭৩৬-তে,

এই আদালত আদেশ করেছে যে একবার ম্যাজিস্ট্রেট একটি মতামত গঠনের ক্ষেত্রে তার বিচক্ষণতা প্রয়োগ করেছেন যে প্রক্রিয়ার জন্য ভিত্তি আছে, এটি উচ্চ আদালতের পক্ষে ম্যাজিস্ট্রেটের নিজস্ব বিবেচনার বিকল্প নয়। ম্যাজিস্ট্রেটকে অভিযোগের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রশ্নটির সিদ্ধান্ত নিতে হবে, অভিযুক্তের কোনো প্রতিরক্ষার প্রতি বিবৃতি না দিয়ে।

২৩) রায়ের ১৩ নং অনুচ্ছেদে, এই আদালত ধারা ৫০৪ এর উপাদানগুলি লক্ষ্য করেছে, যা নিম্নলিখিত প্রভাবের জন্য: -

১৩) ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৫০৪ নিম্নলিখিত উপাদানগুলি নিয়ে গঠিত যেমন, (ক) ইচ্ছাকৃত অপমান, (খ) অপমান অবশ্যই এমন হতে হবে যেন অপমানিত ব্যক্তিকে প্ররোচনা দেওয়া হয় এবং (গ) অভিযুক্তকে অবশ্যই ইচ্ছা বা জানতে হবে যে এই ধরনের উস্কানি জনসাধারণের শান্তি ভঙ্গ করতে বা অন্য কোনও অপরাধ ঘটাতে পারে। ইচ্ছাকৃত অপমান অবশ্যই এমন একটি মাত্রার হতে হবে যা একজন ব্যক্তিকে জনসাধারণের শান্তি ভঙ্গ করতে বা অন্য কোন অপরাধ করতে প্ররোচিত করবে। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অবমাননা করে বা জেনে যে এটি অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্ররোচনা দেবে এবং এই ধরনের উস্কানি জনসাধারণের শান্তি ভঙ্গ বা অন্য কোনো অপরাধ সংঘটনের কারণ হবে, এমন পরিস্থিতিতে, ধারা ৫০৪ এর উপাদানগুলি সন্তুষ্ট। অপরাধ গঠনের অপরিহার্য উপাদানগুলির মধ্যে একটি হল ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করার মতো একটি কাজ বা আচরণ হওয়া উচিত ছিল এবং শুধুমাত্র এই সত্য যে অভিযুক্ত অভিযোগকারীকে অপব্যবহার করেছে, যেমন, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৫০৪ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়।

২৪) অন্য একটি রায়ে, যেমন, মানিক তানেজা এবং অন্যজন বনাম কর্ণাটক রাজ্য এবং অন্যজন, মানু/এসসি/০০৫৬/২০১৫: (২০১৫) ৭ এসসিসি ৪২৩, এই আদালত আবার ধারা ৫০৩ এবং ৫০৬ এর উপাদানগুলি পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছে। উপরের ক্ষেত্রেও, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৩ এবং ৫০৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

ধারা ৫০৩ লক্ষ্য করার পর, যা ফৌজদারি ভীতি প্রদর্শনকে সংজ্ঞায়িত করে, এই আদালত অনুচ্ছেদ নং ১১ এবং ১২-এ নিম্নোক্ত নির্ধারণ করেছে :-

১১) Xxxxxxxxxxxxx

"অপরাধী ভীতিপ্রদর্শন"-এর সংজ্ঞা পড়লে ইঙ্গিত করা হবে যে অন্য ব্যক্তিকে হুমকি দেওয়ার মতো একটি কাজ হতে হবে, হুমকি দেওয়া ব্যক্তির খ্যাতি, বা সম্পত্তিতে আঘাত করা বা হুমকি দেওয়া ব্যক্তি যার প্রতি আগ্রহী এবং হুমকি অবশ্যই সতর্কতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হতে হবে যে ব্যক্তিকে হুমকি দেওয়া হয়েছে বা তাকে অবশ্যই এমন কোনো কাজ করতে হবে যা সে আইনত বাধ্য নয় বা এমন কোনো কাজ করতে বাদ দিতে হবে যা করার সে আইনগতভাবে অধিকারী। ১২) তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, অভিযোগ করা হয়েছে যে আপীলকারীরা অভিযোগকারীর সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন এবং দ্বিতীয় উত্তরদাতাকে তার সরকারী দায়িত্ব পালনে বাধা দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় উত্তরদাতার সততা নষ্ট করেছেন। অভিযুক্তের অভিপ্রায়ই বিবেচনা করতে হবে যে সে যা বলেছে তা "অপরাধী ভয় দেখানো" এর অর্থের মধ্যে আসে কিনা। হুমকিটি অবশ্যই অভিযোগকারীকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে হতে হবে যাতে সেই ব্যক্তিকে কোনও কাজ করতে বা বাদ দেওয়ার জন্য। শঙ্কা সৃষ্টির কোনো অভিপ্রায় ব্যতীত কোনো শব্দের নিছক প্রকাশই এই ধারার প্রয়োগের জন্য যথেষ্ট হবে না। কিন্তু বিষয়বস্তু নথিতে রাখতে হবে যাতে দেখা যায় অভিযোগকারীর উদ্বেগ সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য। মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, আপীলকারীদের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় বিবাদীর দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করে তার মনে শঙ্কা সৃষ্টি করার কোন অভিপ্রায় ছিল না। ফেসবুকে পোস্ট করা মন্তব্যগুলো যতদূর সম্ভব, মনে হচ্ছে এটি একটি পাবলিক ফোরাম যা জনসাধারণকে সাহায্য করার জন্য এবং আপিলকারীদের ফেসবুকে একটি মন্তব্য পোস্ট করার কাজটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৫০৩-এ অপরাধমূলক ভয় দেখানোর উপাদানগুলিকে আকর্ষণ করতে পারে না।

২৫) উপরোক্ত ক্ষেত্রে, অভিযোগ ছিল যে আপীলকারী অভিযোগকারীর সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন। আদালত আদেশ করেছিল যে অভিযোগকারীকে অপব্যবহার করার অভিযোগটি ৫০৬ ধারার উপাদানগুলিকে সন্তুষ্ট করে না।

২৬) এখন, আমরা আপীলকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের অভিযোগে ফিরে আসি। অভিযোগে বলা হয়, আপিলকারী অপর দুই-তিনজন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে নিয়ে, যাদের একজনের হাতে রিভলবার ছিল, অভিযোগকারীর বাড়িতে এসে তাকে নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করে এবং লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করে এবং কিছু প্রতিবেশী সেখানে উপস্থিত হলে আবেদনকারী এবং তার সাথে থাকা অন্যান্য ব্যক্তিরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। উপরোক্ত অভিযোগটি তার অভিহিত মূল্য গ্রহণ করে ধারা ৫০৪ এবং ৫০৬ এর উপাদানগুলিকে সন্তুষ্ট করে না যেমনটি এই আদালত উপরের দুটি রায়ে গণনা করেছে। ইচ্ছাকৃত অপমান অবশ্যই এমন একটি মাত্রার হতে হবে যা একজন ব্যক্তিকে জনসাধারণের শান্তি ভঙ্গ করতে বা অন্য কোন অপরাধ করতে প্ররোচিত করবে। নিছক অভিযোগ যে আপীলকারী এসে অভিযোগকারীকে অপব্যবহার করেছেন তা ফিওনা শ্রীখন্ডে (সুপ্রা) এ আদালতের রায়ের ১৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত উপাদানগুলিকে সন্তুষ্ট করে না।

২৭) এখন, ধারা ৫০৬-এ ফিরে যাওয়া, যা অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের অপরাধ, ফিওনা শ্রীখন্ডে (সুপ্রা) দ্বারা নির্ধারিত নীতিগুলিও প্রয়োগ করতে হবে যখন অপরাধের উপাদানগুলি তৈরি করা হয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করার প্রশ্নে। এখানে একটি মাত্র অভিযোগ আপিলকারী অভিযোগকারীকে গালিগালাজ করেছেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৬ ধারার অধীনে একটি অপরাধ প্রমাণ করার জন্য, বাদী দ্বারা প্রমাণিত উপাদানগুলি কী কী? রতনলাল ও ধীরাজলাল অপরাধের আইনের উপর, অপরাধের প্রমাণ সংক্রান্ত ২৭ তম সংস্করণ নিম্নরূপ:

..... বাদীকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে:

(i) অভিযুক্তরা কিছু লোককে হুমকি দিয়েছে।

(ii) এই ধরনের হুমকির মধ্যে রয়েছে তার ব্যক্তি, খ্যাতি বা সম্পত্তির জন্য কিছু আঘাত; অথবা সেই ব্যক্তি, খ্যাতি বা সম্পত্তি যার প্রতি তিনি আগ্রহী ছিলেন;

(iii) যে তিনি সেই ব্যক্তির উদ্বেগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এটি করেছিলেন; অথবা সেই ব্যক্তিকে এমন কোনো কাজ করতে বাধ্য করা যা সে আইনত বাধ্য ছিল না, বা এই ধরনের হুমকির সম্পাদনা এড়ানোর উপায় হিসেবে এমন কোনো কাজ করতে বাধ্য করা যা সে আইনগতভাবে করার অধিকারী ছিল।

অভিযোগের অভিযোগগুলির একটি সরল পাঠ উপরে লক্ষ্য করা সমস্ত উপাদানকে সন্তুষ্ট করে না।

২৮) ফিওনা শ্রীখন্ডে (সুপ্রা) এবং মানিক তানেজা (সুপ্রা)-এ এই আদালতের দ্বারা গণনা করা নীতিগুলির ভিত্তিতে, আমরা সন্তুষ্ট যে ধারা ৫০৪ এবং ৫০৬-এর উপাদানগুলি অভিযোগকারীর দায়ের করা অভিযোগ থেকে তৈরি করা হয়নি। ১৫৬(৩) ধারায় ফৌজদারি দণ্ডবিধির অভিযোগ দায়ের হলে, যা একটি অভিযোগের মামলা হিসাবে বিবেচিত হয়েছে, এতে ধারা ৫০৪ এবং ৫০৬ এর উপাদান নেই, আমরা মনে করি যে নীচের আদালত আপীলকারীর দায়ের করা ডিসচার্জের আবেদন খারিজ করার ক্ষেত্রে ত্রুটি করেছে। বর্তমান মামলার বাস্তবতায়, আমরা মনে করি যে আপীলকারী ধারা ৫০৪ এবং ৫০৬ এর অধীনে অপরাধের জন্য খালাস পাওয়ার অধিকারী ছিলেন।"

২৫) ফিওনা শ্রীখন্ডের বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যরা[৩]-এর ক্ষেত্রে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে: -

"১৩) ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৫০৪ নিম্নলিখিত উপাদানগুলি নিয়ে গঠিত, যেমন (ক) ইচ্ছাকৃত অপমান, (খ) অপমান অবশ্যই এমন হতে হবে যে অপমানিত ব্যক্তিকে উস্কানি দিতে হবে, এবং (গ) অভিযুক্তকে অবশ্যই ইচ্ছা বা জানতে হবে যে এই ধরনের উস্কানি অন্য একজনকে জনসাধারণের শান্তি ভঙ্গ করতে বা অন্য কোন অপরাধ করতে পারে। ইচ্ছাকৃত অপমান অবশ্যই এমন একটি মাত্রার হতে হবে যা একজন ব্যক্তিকে জনসাধারণের শান্তি ভঙ্গ করতে বা অন্য কোন অপরাধ করতে প্ররোচিত করবে

৩) মানু/এসসি/০৮৫৩/২০১৩

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অবমাননা করে বা জেনে যে এটি অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্ররোচনা দেবে এবং এই ধরনের উস্কানি জনসাধারণের শান্তি ভঙ্গ বা অন্য কোনো অপরাধ সংঘটনের কারণ হবে, এমন পরিস্থিতিতে, ধারা ৫০৪ এর উপাদানগুলি সন্তুষ্ট। অপরাধ গঠনের অপরিহার্য উপাদানগুলির মধ্যে একটি হল ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করার মতো একটি কাজ বা আচরণ হওয়া উচিত ছিল এবং শুধুমাত্র এই সত্য যে অভিযুক্ত অভিযোগকারীকে অপব্যবহার করেছে, যেমন, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৫০৪ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়।

১৪) আমরা এটাও নির্দেশ করতে পারি যে অভিযোগে প্রকৃত শব্দ বা ভাষা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এমন আইন নয়। একজনকে অভিযোগটি সামগ্রিকভাবে পড়তে হবে এবং এটি করার মাধ্যমে, ম্যাজিস্ট্রেট যদি প্রাথমিকভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করা হয়েছে যাতে কোনও ব্যক্তিকে জনসাধারণের শান্তি ভঙ্গ করতে বা অন্য কোনও অপরাধ করতে প্ররোচিত করতে, যা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৪ ধারার মধ্যে অভিযোগ আনার জন্য যথেষ্ট। এটা আইন নয় যে একজন অভিযোগকারীকে অন্য কোন অপরাধ করার জন্য অন্য ব্যক্তিকে প্ররোচিত করতে সক্ষম এমন প্রতিটি শব্দ বা শব্দকে মৌখিকভাবে পুনরুত্পাদন করতে হবে। পটভূমির তথ্য, পরিস্থিতি, উপলক্ষ, তারা যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে তারা সম্বোধন করা হয়েছে, সময়, যে ব্যক্তি এই ধরনের কর্মে লিপ্ত হয়েছে তার আচরণ এই সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৫০৪ এর অধীনে কার্যক্রম শুরু করার জন্য দায়ের করা একটি অভিযোগ পরীক্ষা করার সময়।"

২৬) রমেশ চন্দ্র বৈশ্য বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যরা[৪]-এর ক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে: -

"২২) যা অবশিষ্ট আছে তা হল ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৫০৪,। ফিওনা শ্রীখন্ডে এবং অন্যজন বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য-তে, এই আদালতে এটি রাখার সুযোগ ছিল:

১৩) ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৫০৪ নিম্নলিখিত উপাদানগুলি নিয়ে গঠিত যেমন, (ক) ইচ্ছাকৃত অপমান, (খ) অপমান অবশ্যই এমন হতে হবে যেন অপমানিত ব্যক্তিকে প্ররোচনা দেওয়া হয় এবং (গ) অভিযুক্তকে অবশ্যই ইচ্ছা বা জানতে হবে যে এই ধরনের উস্কানি জনসাধারণের শান্তি ভঙ্গ করতে বা অন্য কোনও অপরাধ ঘটাতে পারে। ইচ্ছাকৃত অপমান অবশ্যই এমন একটি মাত্রার হতে হবে যা একজন ব্যক্তিকে জনসাধারণের শান্তি ভঙ্গ করতে বা অন্য কোন অপরাধ করতে প্ররোচিত করবে। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অবমাননা করে বা জেনে যে এটি অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্ররোচনা দেবে এবং এই ধরনের উস্কানি জনসাধারণের শান্তি ভঙ্গ বা অন্য কোনো অপরাধ সংঘটনের কারণ হবে, এমন পরিস্থিতিতে, ধারা ৫০৪ এর উপাদানগুলি সন্তুষ্ট। অপরাধ গঠনের অপরিহার্য উপাদানগুলির মধ্যে একটি হল যে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করার মতো একটি কাজ বা আচরণ হওয়া উচিত ছিল এবং শুধুমাত্র এই সত্য যে অভিযুক্ত অভিযোগকারীর সাথে দুর্ব্যবহার করেছে, যেমন, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৫০৪ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়।

২৩) মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে, যদিও আপীলকারী অভিযোগকারীর সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন তা ধরে রাখতে আমাদের সামান্য দ্বিধা আছে,

৪) মানু/এসসি/০৬০৭/২০২৩

কিন্তু নিজে থেকে এই ধরনের অপব্যবহার এবং এর বেশি কিছু ছাড়াই আপীলকারীকে বিচারের মুখোমুখি করার পরোয়ানা দেয় না, বিশেষ করে এমন একটি ডিগ্রির ইচ্ছাকৃত অপমান করার উপাদানের স্পষ্ট অনুপস্থিতিতে যে এটি একজন ব্যক্তিকে জনসাধারণের শান্তি ভঙ্গ করতে বা অন্য কোন অপরাধ করতে প্ররোচিত করতে পারে।

২৪) আমরা নথিভুক্ত করি যে হাইকোর্ট সঠিক দৃষ্টিকোণে চার্জশিট সহ ফৌজদারি কার্যধারার চ্যালেঞ্জকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে নিজেকে ভুল নির্দেশনা দিয়েছে এবং এই ধরনের চ্যালেঞ্জ প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের গুরুতর ব্যর্থতার ঘটনা ঘটেছে।

২৫) উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, আমরা নির্দ্বিধায় মনে করি যে ২০১৬ সালের ফৌজদারি মামলা নং ৩৭৬ অব্যাহত রাখার অনুমতি দেওয়া আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে। হাইকোর্টের অপ্রকৃত রায় এবং আদেশকে খারিজ করে, আমরা ২০১৬ সালের ফৌজদারি মামলা নম্বর ৩৭৬ বাতিলও করি।

২৭) মোহাম্মদ ওয়াজিদ ও অন্যরা বনাম ইউ.পি রাজ্য এবং অন্যরা[৫]-এর ক্ষেত্রে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে: -

"২৪) ধারা ৫০৩ এর অধীনে একটি অপরাধের নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে: -

১) কোনো আঘাতের জন্য একজন ব্যক্তিকে হুমকি দেওয়া;

i) তার ব্যক্তি, খ্যাতি বা সম্পত্তির প্রতি; বা

ii) ব্যক্তি, বা খ্যাতি যার প্রতি সেই ব্যক্তি আগ্রহী।

২) হুমকি অবশ্যই উদ্দেশ্যমূলক হতে হবে;

i) সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করা; বা

ii) এই ধরনের হুমকির মৃত্যুদন্ড এড়ানোর উপায় হিসাবে সেই ব্যক্তিকে এমন কোন কাজ করতে বাধ্য করা যা সে আইনত বাধ্য নয়; বা

৫) মানু/এসসি/০৮৪৬/২০২৩

iii) এই ধরনের হুমকির মৃত্যুদন্ড এড়ানোর উপায় হিসাবে সেই ব্যক্তিকে আইনতভাবে করার অধিকারী এমন কোনো কাজ করতে বাদ দিতে বাধ্য করা।

২৫) ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৫০৪ ইচ্ছাকৃতভাবে একজন ব্যক্তিকে অপমান করার কথা চিন্তা করে এবং এর ফলে এই ধরনের অপমানিত ব্যক্তিকে শান্তি ভঙ্গ করতে প্ররোচিত করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে একজন ব্যক্তিকে অবমাননা করে যে সম্ভবত অপমানিত ব্যক্তিকে উস্কে দেওয়া হতে পারে যাতে জনসাধারণের শান্তি ভঙ্গ হয় বা অন্য কোন অপরাধ করা। নিছক অপব্যবহার ধারার পরিধির মধ্যে নাও আসতে পারে। কিন্তু, একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অপব্যবহারের শব্দগুলি একটি ইচ্ছাকৃত অপমান হতে পারে যা অপমানিত ব্যক্তিকে জনসাধারণের শান্তি ভঙ্গ বা অন্য কোন অপরাধ করার জন্য প্ররোচিত করতে পারে। যদি অবমাননাকর ভাষা ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করা হয় এবং এটি এমন প্রকৃতির হয় যা ঘটনাগুলির সাধারণ কোর্সে অপমানিত ব্যক্তিকে শান্তি ভঙ্গ করতে বা আইনের অধীনে অপরাধ করার দিকে পরিচালিত করে, তবে মামলাটি কেবল ধারার আওতা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় না কারণ অপমানিত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে শান্তি ভঙ্গ করেননি বা আত্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে কোনো অপরাধ করেননি বা অপরাধীর দ্বারা ঘৃণ্য সন্ত্রাসের শিকার হননি। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৫০৪ দ্বারা নির্দিষ্ট আপত্তিজনক ভাষা আকৃষ্ট হয়েছে কিনা তা বিচার করার জন্য, আদালতকে খুঁজে বের করতে হবে, সাধারণ পরিস্থিতিতে, ব্যবহৃত অপমানজনক ভাষার প্রভাব কী হবে এবং অভিযোগকারী আসলে তার অদ্ভুত বৈচিত্র্য বা শান্ত মেজাজ বা শৃঙ্খলাবোধের ফলে কী করেছে তা নয়। গালিগালাজ ভাষার সাধারণ প্রকৃতি হল অপমানজনক ভাষা একটি ইচ্ছাকৃত অপমান কিনা তা বিবেচনা করার জন্য পরীক্ষা হয় যে অপমানিত ব্যক্তিকে শান্তির লঙ্ঘন করতে প্ররোচিত করতে পারে এবং অভিযোগকারীর নির্দিষ্ট আচরণ বা মেজাজ নয়।

২৬) নিছক গালাগালি, অভদ্রতা, অভদ্রতা বা ঔদ্ধত্য, ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ৫০৪ এর অর্থের মধ্যে ইচ্ছাকৃত অপমান নাও হতে পারে যদি এতে অপমানিত ব্যক্তিকে অপরাধের শান্তি লঙঘন করতে প্ররোচিত করার প্রয়োজনীয় উপাদান না থাকে এবং অভিযুক্তের অন্য উপাদানটি অপমানিত ব্যক্তিকে শান্তি ভঙ্গ করতে প্ররোচিত করতে চায় বা জেনে থাকে যে অপমানিত ব্যক্তি শান্তি ভঙ্গ করতে পারে। গালিগালাজের প্রতিটি মামলা সেই মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির আলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং এমন একটি সাধারণ প্রস্তাব থাকতে পারে না যে কেউ ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৫০৪ এর অধীনে অপরাধ করে না যদি সে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে কেবল গালিগালাজ করে। কিং এম্পেরর বনাম চুন্নিভাই দয়াভাই, (১৯০২) ৪ বম্বে এলআর ৭৮, বম্বে হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ উল্লেখ করেছে যে: -

ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৫০৪ এর অধীনে একটি অপরাধ গঠন করতে, এটি যথেষ্ট যদি অপমান এক ধরনের গণনা করা হয় যাতে অন্য পক্ষ তার মেজাজ হারাতে পারে এবং হিংসাত্মক কিছু বলতে বা করতে পারে। রাগান্বিত কথার পাশাপাশি কাজের মাধ্যমে জনশান্তি নষ্ট করা যায়।

২৭) ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৫০৬-এর একটি খালি পর্যবেক্ষণ এটি স্পষ্ট করে যে এর একটি অংশ অপরাধমূলক ভয় দেখানোর সাথে সম্পর্কিত। ফৌজদারি ভীতি প্রদর্শনের একটি অপরাধ নির্ণয় করার আগে, এটি অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যে অভিযুক্তের অভিযোগকারীকে সতর্ক করার উদ্দেশ্য ছিল।

২৮) মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে এবং বিশেষ করে, এফআইআর-এ উত্থাপিত অভিযোগের প্রকৃতি বিবেচনা করে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৬ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ গঠনের জন্য একটি প্রাথমিক মামলা সম্ভবত প্রকাশ করা হয়েছে বলা যেতে পারে তবে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৪ ধারার অধীনে নয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৪ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিষয়ে অভিযোগগুলিকেও ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে।

এফআইআর-এ, প্রথম তথ্যদাতা যা বলেছে তা হল অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অশালীন ভাষা ব্যবহার করেছিল। গালির আকারে ঠিক কী উচ্চারণ করা হয়েছিল তা এফআইআর-এ বলা হয়নি। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৫০৪ এর অধীনে একটি অপরাধ ১৬ গঠন করার জন্য উপরে আলোচনা করা অপরিহার্য উপাদানগুলির মধ্যে একটি হল ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করার মতো একটি কাজ বা আচরণ করা উচিত ছিল। যেখানে সেই কাজটি গালিগালাজ শব্দের ব্যবহার, সেখানে সেই শব্দগুলির ব্যবহার ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য সেই শব্দগুলি কী ছিল তা জানতে হবে। এসব কথার অভাবে ইচ্ছাকৃত অপমানের উপাদান আছে কিনা তা ঠিক করা সম্ভব নয়।

২৯) যাইহোক, যেমনটি পূর্বে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, প্রথম তথ্যদাতার মুখে যে পুরো মামলাটি উপস্থাপন করা হয়েছে তা বানোয়াট এবং বানোয়াট বলে মনে হচ্ছে। এই পর্যায়ে, আমরা ভজন লাল (সুপ্রা) এর ক্ষেত্রে একটি এফআইআর বাতিল করার জন্য এই আদালতের দ্বারা নির্ধারিত পরিমিতিগুলি উল্লেখ করতে পারি। পরামিতিগুলো হল:-

(১) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে বা অভিযোগে উত্থাপিত অভিযোগগুলি, এমনকি যদি সেগুলি তাদের অভিহিত মূল্যে নেওয়া হয় এবং তাদের সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হয় তবে প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় না৷

(২) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে অভিযোগ এবং অন্যান্য উপকরণ, যদি থাকে, এফআইআর-এর সাথে, কোডের ১৫৬(১) ধারার অধীনে পুলিশ অফিসারদের দ্বারা তদন্তের ন্যায্যতা প্রদান করে, কোডের ধারা ১৫৫ (২) এর আওতায় ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া।

(৩) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা বিতর্কিত অভিযোগ এবং এর সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণগুলি কোনও অপরাধের কমিশনকে প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করে না।

(৪) যেখানে, এফআইআর-এ অভিযোগগুলি একটি আমলযোগ্য অপরাধ নয় কিন্তু শুধুমাত্র একটি অ-আমলযোগ্য অপরাধ গঠন করে, সেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোডের ১৫৫ (২) ধারার অধীনে বিবেচিত কোনও পুলিশ অফিসার দ্বারা তদন্তের অনুমতি দেওয়া হয় না।

(৫) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে।

(৬) যেখানে প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোড বা সংশ্লিষ্ট আইনের (যার অধীনে একটি ফৌজদারি কার্যধারা চালু করা হয়) এর যেকোন বিধানে একটি স্পষ্ট আইনি বাধা রয়েছে এবং কার্যধারা অব্যাহত রাখা এবং / অথবা যেখানে একটি নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে কোড বা সংশ্লিষ্ট আইন, সংক্ষুব্ধ পক্ষের অভিযোগের জন্য কার্যকর প্রতিকার প্রদান করে।

(৭) যেখানে একটি ফৌজদারি কার্যধারা স্পষ্টভাবে বিদ্বেষের সাথে উপস্থিত হয় এবং / অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিগত ক্ষোভের কারণে তাকে ঘৃণা করার উদ্দেশ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করা হয়।

আমাদের মতে, বর্তমান মামলাটি উপরে উল্লিখিত ১, ৫ এবং ৭ নম্বর পরিমিতির মধ্যে পড়ে।

৩০) এই পর্যায়ে, আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করতে চাই। যখনই কোনো অভিযুক্ত আদালতের সামনে আসে ফৌজদারি কার্যবিধির (সিআরপিসি) ধারা ৪৮২ এর অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বা সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ এখতিয়ার নিয়ে এফআইআর বা ফৌজদারি কার্যধারাকে মূলত বাতিল করে দেওয়া হয় এই ভিত্তিতে যে এই ধরনের কার্যক্রম স্পষ্টতই তুচ্ছ বা উদ্বেগজনক বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সূচিত হয়,

তাহলে এই ধরনের পরিস্থিতিতে আদালতের এফআইআরটি যত্ন সহকারে এবং একটু ঘনিষ্ঠভাবে দেখার দায়িত্ব রয়েছে। আমরা তাই বলছি কারণ একবার অভিযোগকারী ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা, ইত্যাদির জন্য অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তারপরে তিনি নিশ্চিত করবেন যে এফআইআর/অভিযোগটি সমস্ত প্রয়োজনীয় আবেদনের সাথে খুব ভালভাবে খসড়া করা হয়েছে। অভিযোগকারী নিশ্চিত করবে যে এফআইআর/অভিযোগে প্রণীত বিভ্রান্তিগুলি এমন হয় যাতে তারা অভিযুক্ত অপরাধ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি প্রকাশ করে। অতএব, অভিযুক্ত অপরাধ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ১৭টি উপাদান প্রকাশ করা হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র এফআইআর/অভিযোগে করা বিভ্রান্তিগুলি বিবেচনা করা আদালতের পক্ষে যথেষ্ট হবে না। তুচ্ছ বা উদ্বেগজনক কার্যক্রমে, আদালতের দায়িত্ব রয়েছে মামলার নথি থেকে উত্থাপিত অন্য অনেক উপস্থিতি পরিস্থিতির উপর নজর রাখা এবং যদি প্রয়োজন হয়, যথাযথ যত্ন ও সতর্কতার সাথে লাইনগুলির মধ্যে পড়ার চেষ্টা করুন। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ বা সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আদালত তার এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময় শুধুমাত্র একটি মামলার পর্যায়ে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না তবে মামলার সূচনা/রেজিস্ট্রেশনের দিকে পরিচালিত সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং সেইসাথে তদন্তের সময় সংগৃহীত উপকরণগুলি বিবেচনায় নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ হাতের কেসটা ধরুন। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একাধিক এফআইআরএস নিবন্ধিত হয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতির পটভূমিতে একাধিক এফআইআর নিবন্ধন গুরুত্ব পায়, যার ফলে অভিযুক্ত হিসাবে ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত ক্ষোভ থেকে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার বিষয়টিকে আকর্ষণ করে।

৩১) অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য বনাম গোলকুন্ডা লিঙ্গা স্বামী, (২০০৪) ৬ এসসিসি ৫২২-তে, এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ এফআইআর বাতিল করার জন্য হাইকোর্ট কী ধরনের উপকরণ মূল্যায়ন করতে পারে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছে। আদালত প্রমাণ হিসাবে টেন্ডার করা এবং এই ধরনের সাক্ষ্যের প্রশংসা করার উপকরণগুলির বিবেচনার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য তৈরি করেছে। শুধুমাত্র এই ধরনের উপাদান যা স্পষ্টভাবে এফআইআর-এ অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয় একটি এফআইআর বাতিল করার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। আদালত আদেশ দিয়েছে:-

"৫).... ন্যায়বিচারের অগ্রগতির জন্য আদালতের কর্তৃত্ব বিদ্যমান এবং যদি অন্যায়ের জন্য সেই কর্তৃত্বের অপব্যবহারের চেষ্টা করা হয় তবে আদালতের এই অপব্যবহার রোধ করার ক্ষমতা রয়েছে। এটা হবে আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে এমন কোনো কাজ করার অনুমতি দেওয়া যার ফলে অন্যায় হবে এবং ন্যায়বিচারের প্রচার রোধ হবে। ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদালত যদি দেখেন যে এটির সূচনা বা অব্যাহত রাখা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার বা এই কার্যধারা বাতিল করা অন্যথায় ন্যায়বিচারের শেষ পরিণতি ঘটবে তা যদি দেখেন যে কোনও কার্যধারা বাতিল করা ন্যায়সঙ্গত হবে। যখন অভিযোগের মাধ্যমে কোন অপরাধ প্রকাশ করা হয় না, তখন আদালত বাস্তবতার প্রশ্নটি পরীক্ষা করতে পারে। যখন একটি অভিযোগ বাতিল করার চেষ্টা করা হয়, তখন অভিযোগকারী কী অভিযোগ করেছেন এবং অভিযোগগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলেও কোনও অপরাধ করা হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য উপকরণগুলি পরীক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়।

৬) আর.পি. কাপুর বনাম পাঞ্জাব রাজ্য, মানু/এসসি/০০৮৬/১৯৬০: এআইআর ১৯৬০ এসসি ৮৬৬: ১৯৬০ সিআরআই এলজে ১২৩৯, এই আদালত মামলার কিছু বিভাগের সংক্ষিপ্তসার করেছে যেখানে কার্যধারা বাতিল করার জন্য অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করা যেতে পারে এবং করা উচিত: (এআইআর পি. ৮৬৯ অনুচ্ছেদ ৬) ৩৮

(i) যেখানে এটি স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয় যে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে একটি আইনি বাধা রয়েছে বা অব্যাহত রয়েছে যেমন অনুমোদনের অভাব;

(ii) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের অভিযোগ বা অভিযোগ তার অভিহিত মূল্যে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয়েছে তা অভিযুক্ত অপরাধ গঠন করে না;

(iii) যেখানে অভিযোগগুলি একটি অপরাধ গঠন করে, কিন্তু সেখানে কোন আইনি প্রমাণ যোগ করা হয় না বা যোগ করা প্রমাণ স্পষ্টভাবে বা স্পষ্টভাবে অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়।

৭) শেষ বিভাগটি নিয়ে কাজ করার সময়, এমন একটি মামলার মধ্যে পার্থক্যটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যেখানে কোনও আইনি প্রমাণ নেই বা যেখানে অভিযোগের সাথে স্পষ্টভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ প্রমাণ রয়েছে এবং এমন একটি মামলা যেখানে আইনি প্রমাণ রয়েছে যা, প্রশংসার ভিত্তিতে, অভিযোগগুলি সমর্থন করতে পারে বা নাও পারে। কোডের ধারা ৪৮২ এর অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময়, হাইকোর্ট সাধারণত প্রশ্নে থাকা প্রমাণগুলি নির্ভরযোগ্য বা না বা যুক্তিসঙ্গত প্রশংসার ভিত্তিতে অভিযোগটি টিকবে কিনা তা তদন্ত শুরু করবে না। এটাই বিচারকের কাজ। বিচার প্রক্রিয়া, নিঃসন্দেহে নিপীড়নের হাতিয়ার বা অযথা হয়রানি হওয়া উচিত নয়। আদালতের বিচক্ষণতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক এবং বিচারশীল হওয়া উচিত এবং প্রক্রিয়া জারি করার আগে সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং পরিস্থিতি বিবেচনায় নেওয়া উচিত, পাছে এটি কোনও ব্যক্তিকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে হয়রানি করার জন্য প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য কোনও ব্যক্তিগত অভিযোগকারীর হাতে একটি হাতিয়ার হবে। একই সময়ে, ধারাটি অভিযুক্তকে একটি পবাদীকে শর্ট-সার্কিট করার এবং তার আকস্মিক মৃত্যু ঘটাতে হস্তান্তর করা কোনও উপকরণ নয়।

এফআইআর দায়েরে বিলম্ব

৩২) কথিত ঘটনাটি ২০২১ সালের কোনো এক সময়ে ঘটেছিল বলে জানা গেছে। এফআইআর-এ ঘটনার কোনো তারিখ বা সময়ের উল্লেখ নেই। অভিযোগগুলো খুবই অস্পষ্ট এবং সাধারণ। এফআইআরটি দ্রুত নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে, সম্ভবত পুলিশ প্রথম তথ্যদাতার পকেট থেকে জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দখল থেকে ২ লাখ টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হতে পারে। এফআইআর এমন একটি নথির কথাও বলে যার উপর প্রথম তথ্যদাতা এবং তার ভাইকে তাদের স্বাক্ষর রাখতে বাধ্য করা হয়েছিল। আমরা ভাবছি, তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত চলাকালীন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে তাদের স্বাক্ষর সহ এমন কোনও নথি সংগ্রহ বা পুনরুদ্ধার করার অবস্থানে ছিল কিনা, বিশেষত যখন রাষ্ট্র বলে যে তদন্ত শেষ হয়েছে এবং চার্জশিটও প্রস্তুত। এই সমস্ত উপাদানের অভাবে রাষ্ট্র কীভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা প্রমাণ করতে যাচ্ছে। একটি ফৌজদারি মামলায় এফআইআর হল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান প্রমাণ যা বিচারে যোগ করা মৌখিক সাক্ষ্যকে সমর্থন করার উদ্দেশ্যে। একটি অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে পুলিশের কাছে এফআইআর দায়ের করার জন্য জোর দেওয়ার উদ্দেশ্য হল অপরাধটি কোন পরিস্থিতিতে সংঘটিত হয়েছিল, প্রকৃত অপরাধীদের নাম এবং তাদের দ্বারা অভিনয় করা ভূমিকার পাশাপাশি ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীদের নাম।

৩৩) পূর্বোক্ত প্রেক্ষাপটে, আমরা স্পষ্ট করতে পারি যে এফআইআর নিবন্ধনে বিলম্ব, নিজেই, এফআইআর বাতিল করার কারণ হতে পারে না। যাইহোক, মামলার নথি থেকে উদ্ভূত অন্যান্য উপস্থিতি পরিস্থিতির সাথে বিলম্ব যা বাদী দ্বারা উত্থাপিত সমগ্র কেসটিকে সহজাতভাবে অসম্ভব বলে রেন্ডার করা, কখনও কখনও এফআইআর এবং এর ফলশ্রুতিমূলক কার্যক্রম বাতিল করার জন্য একটি ভাল ভিত্তি হতে পারে। যদি এফআইআর, হাতে থাকা মামলার মতো, এক বছরেরও বেশি সময় পরে কথিত ঘটনার তারিখ এবং সময় প্রকাশ না করে এবং পরবর্তীতে এত বিলম্বের জন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত এবং বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা ছাড়াই দায়ের করা হয়, তাহলে আসামি কীভাবে বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন বলে আশা করা যায়। এটা বলা সম্পূর্ণ ভিন্ন যে একটি প্রদত্ত ক্ষেত্রে, তদন্তের সময় তদন্তকারী সংস্থা ঘটনার তারিখ এবং সময় ইত্যাদি নিশ্চিত করতে সক্ষম হতে পারে। কয়েকটি অপরাধমূলক নিবন্ধের পুনরুদ্ধারও কখনও কখনও এফআইআর-এ উত্থাপিত অভিযোগের প্রমাণ দিতে পারে। তবে, এফআইআর-এ উত্থাপিত অস্পষ্ট এবং সাধারণ অভিযোগের ভিত্তিতে এই জাতীয় সমস্ত উপাদানের অনুপস্থিতিতে, অভিযুক্তদের বিচার করা যাবে না।

৩৪) রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল দৃঢ়ভাবে দাখিল করেছেন যে আমাদের সামনে আপিলকারীদের স্থূল ফৌজদারি পূর্বসূরি বিবেচনা করে, ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা যাবে না। বিজ্ঞ অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল তার লিখিত দাখিলে রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত হয়ে আপীলকারীদের পূর্বসূরি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। চার্টের উপর একটি খালি দৃষ্টিভঙ্গি একটি ধারণা দিতে পারে যে আপিলকারীরা ইতিহাস পত্রক এবং কঠোর অপরাধী। যাইহোক, যখন এফআইআর বা ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার কথা আসে, তখন অভিযুক্তের ফৌজদারি পূর্বসূরিই ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে অস্বীকার করার একমাত্র বিবেচ্য হতে পারে না।

একজন অভিযুক্তের আদালতের সামনে বলার বৈধ অধিকার রয়েছে যে তার পূর্বসূরি যতই খারাপ হোক না কেন, তারপরও যদি এফআইআর কোনো অপরাধের কমিশন প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয় বা তার মামলা ভজন লাল (সুপ্রা) এর ক্ষেত্রে এই আদালতের দ্বারা নির্ধারিত পরিমিতিগুলির মধ্যে একটির মধ্যে পড়ে, তাহলে আদালতের ফৌজদারি মামলা বাতিল করতে অস্বীকার করা উচিত নয় শুধুমাত্র এই ভিত্তিতে যে অভিযুক্ত একটি ইতিহাস পত্রক। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বিচার শুরুর বিরূপ এবং কঠোর পরিণতি রয়েছে। রাজস্ব অধিদপ্তর এবং অন্য বনাম মোহাম্মদ নিসার হোলিয়া, (২০০৮) ২ এসসিসি ৩৭০, এই আদালত সুস্পষ্টভাবে সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের অন্তর্নিহিত আদেশগুলির মধ্যে একটি হিসাবে পর্যাপ্ত ভিত্তি ছাড়া বিরক্ত না হওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। সুতরাং, আইন প্রয়োগকারী শক্তির ভারসাম্য এবং অন্যায় ও হয়রানি থেকে নাগরিকদের সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োজন বজায় রাখতে হবে। এটা ১৯ ছাড়াই চলে যে রাষ্ট্রের একটি দায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য যে কোন অপরাধের শাস্তির বাইরে না যায় কিন্তু একই সাথে এটি নিশ্চিত করার জন্য একটি দায়িত্বও বয়ে আনে যে এর কোনো বিষয়ই অযথা হয়রানির শিকার না হয়।

৩৫) বিষয়টির সামগ্রিক বিবেচনায়, আমরা নিশ্চিত যে ২০২২ সালের মির্জাপুর থানা, সাহারানপুরে নথিভুক্ত এফআইআর নং ২২৪ থেকে উদ্ভূত ফৌজদারি মামলার ধারাবাহিকতা আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই হবে না। এই মামলার অদ্ভুত তথ্য এবং পরিস্থিতিতে, আমরা এখানে আপীলকারীদের পক্ষে মামলাটি গ্রহণ করতে আগ্রহী।

৩৬) ফলাফলে, এই আপিলটি সফল হয় এবং এর দ্বারা অনুমোদিত হয়। এলাহাবাদের হাইকোর্ট অফ জুডিকেচার কর্তৃক প্রদত্ত অপ্রকৃত আদেশ এতদ্বারা স্থগিত করা হয়েছে। ২০২২ সালের ১৯.০৯.২০২২ তারিখে এফআইআর নম্বর ২২৪ থেকে উদ্ভূত ফৌজদারি কার্যধারা মির্জাপুর, সাহারানপুর, ইউপি রাজ্যে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

২৮) শিক্ষিত এ.সি.জে.এম, বনগাঁও-এর পর্যবেক্ষণ টিকিয়ে রাখা যাবে না। উপ-রেজিস্ট্রি অফিসে জনসাধারণের উপস্থিতি ছিল, স্টাফ প্রভৃতিও একই সড়কে ছিল। দলগুলোর মধ্যে বিরোধ একটি দলিল নিবন্ধন কেন্দ্রীভূত। সাব-রেজিস্ট্রার হিসাবে একটি নথি নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করার জন্য আবেদনকারীর পক্ষ থেকে কাজটি ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত ক্ষমতার স্বার্থের দ্বন্দ্বের বিপরীতে সরকারী ক্ষমতায়। স্পষ্টতই, সাব-রেজিস্ট্রারের অফিস বা বিল্ডিংয়ের আশেপাশে এডিএসআর-এর অফিস কক্ষে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল যা শেষ পর্যন্ত রাস্তার উপর পড়েছিল। উপ-নিবন্ধক তার অফিস কক্ষে তার অফিসিয়াল ক্ষমতায় একটি ধাঁধা শুরু করেছেন এবং রাস্তার উপর ক্রমাগত অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে তার কার্যকারিতা বন্ধ হবে না বা অন্য কোন অবস্থাতে রূপান্তরিত হবে না। অতএব, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৭ ধারার অধীনে অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন ছিল যেহেতু আবেদনকারী তার অফিসিয়াল ক্ষমতায় কাজ করেছেন৷

২৯) কথিত ঘটনাটি ২৮.০২.২০০৭ তারিখে ঘটেছিল এবং অভিযোগটি ০৮.০৩.২০০৭ তারিখে দায়ের করা হয়েছিল সাত দিন বিলম্বের পরে যা অভিযোগে ব্যাখ্যা করা হয়নি। অধিকন্তু, অভিযুক্তের বিবৃতিটি সুনির্দিষ্ট না হয়ে প্রকৃতিগতভাবে সাধারণীকরণ করা হয়েছিল যে শব্দগুলি জনসমক্ষে বিপরীত পক্ষের খ্যাতি হ্রাস করার জন্য অপমানজনকভাবে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

অভিযোগে এমন কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি যিনি অভিযোগের সময় উপস্থিত ছিলেন। ফৌজদারি আইনকে গতিশীল করা উচিত নয় বা নিজের অহংকারকে গৌরবান্বিত করার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়।

৩০) এটা অযৌক্তিক যে আবেদনকারী একজন সরকারী কর্মচারী হয়ে তার ক্ষতির প্রমাণ তৈরি করে তার নিজের বিপদে জনসমক্ষে ঘুষ দাবি করবে। হলফনামায় আবেদনকারী ইজারা দলিল নিবন্ধন করতে তার অস্বীকৃতির কাজটি স্বীকার করেছেন, যা নিবন্ধন প্রক্রিয়ার বিশেষত্ব সম্পর্কিত সংযত ভিত্তির ভিত্তিতে তার সরকারী ক্ষমতায় অনুমোদিত। কর্মস্থলে দুর্নীতি সংক্রান্ত আইনের বিশেষ শাখার অধীনে কার্যক্রম শুরু করার জন্য সরকারি কর্মচারীর ঘুষের দাবি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানো উচিত ছিল।

৩১) বিপরীত পক্ষ আশ্চর্যজনকভাবে আইনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত থাকার কারণে ঘুষ চাওয়ার একটি গুরুতর অপরাধের জন্য আবেদনকারীকে অভিযুক্ত করতে প্রশ্রয় দেয়নি।

৩২) অভিযোগে 'অপরাধী মন'-এর উপাদানটি স্পষ্ট নয় কারণ আবেদনকারীকে ক্ষুব্ধ বা ক্ষুব্ধ করার জন্য আবেদনকারীকে ঘুষ প্রদানের অস্বীকৃতি অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে তার পরিষেবার মূল্যে আবেদনকারীর গুরুতর ক্ষতির কারণ হবে। পূর্বপরিকল্পিত বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিপরীত পক্ষের সুনাম নষ্ট করা যাবে না।

৩৩) হরিয়ানা রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম ভজন লাল এবং অন্যান্যরা[৬]-তে মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত করেছে:

"১০২) চতুর্দশ অধ্যায়ের অধীনে কোডের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিধানের ব্যাখ্যা এবং এই আদালত কর্তৃক ঘোষিত আইনের নীতিগুলির পটভূমিতে, ধারা ২২৬-এর অধীনে অসাধারণ ক্ষমতা বা কোডের ধারা ৪৮২-এর অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতার প্রয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের একটি সিরিজ যা আমরা উপরে তুলেছি এবং পুনরুত্পাদন করেছি, আমরা উদাহরণের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিভাগগুলি দিই যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা কোন আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের শেষগুলি সুরক্ষিত করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যদিও কোনো সুনির্দিষ্ট, স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং পর্যাপ্তভাবে চ্যানেলাইজড এবং অনমনীয় নির্দেশিকা বা অনমনীয় সূত্র স্থাপন করা সম্ভব নাও হতে পারে এবং অগণিত ধরণের মামলার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া যেখানে এই জাতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত।

(১) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে বা অভিযোগে উত্থাপিত অভিযোগগুলি, এমনকি যদি সেগুলি তাদের অভিহিত মূল্যে নেওয়া হয় এবং তাদের সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হয় তবে প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় না।

(২) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে অভিযোগ এবং অন্যান্য উপকরণ, যদি থাকে, এফআইআর-এর সাথে, কোডের ১৫৬ (১) ধারার অধীনে পুলিশ অফিসারদের দ্বারা তদন্তের ন্যায্যতা প্রদান করে, একটি আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করে না, কোডের ধারা ১৫৫ (২) এর আওতায় ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত।

৬) ১৯৯২ এসসিসি (সিআরআই) ৪২৬

(৩) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অনিয়মিত অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণগুলি কোনও অপরাধের কমিশনকে প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করে।

(৪) যেখানে, এফআইআর-এ অভিযোগগুলি একটি আমলযোগ্য অপরাধ গঠন করে না তবে শুধুমাত্র একটি অ-আমলযোগ্য অপরাধ গঠন করে, কোডের ১৫৫(২) ধারার অধীনে বিবেচনা করা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া কোনও পুলিশ অফিসারের দ্বারা কোনও তদন্তের অনুমতি দেওয়া হয় না।

(৫) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে।

(৬) যেখানে প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোড বা সংশ্লিষ্ট আইনের (যার অধীনে একটি ফৌজদারি কার্যধারা চালু করা হয়) এর যেকোন বিধানে একটি স্পষ্ট আইনি বাধা রয়েছে এবং কার্যধারা অব্যাহত রাখা এবং / অথবা যেখানে কোড বা সংশ্লিষ্ট আইনে একটি সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে, যা সংক্ষুব্ধ পক্ষের অভিযোগের জন্য কার্যকর প্রতিকার প্রদান করে।

(৭) যেখানে একটি ফৌজদারি কার্যধারা স্পষ্টভাবে বিদ্বেষপূর্ণভাবে উপস্থিত হয় এবং / অথবা যেখানে অভিযুক্তের প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত ক্ষোভের কারণে তাকে ঘৃণা করার উদ্দেশ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করা হয়।"

৩৪) বিচার আদালতের ট্রায়াল কোর্টের সামনে চলতে দেওয়া হলে প্রক্রিয়াটি আইনের অপব্যবহারের প্রক্রিয়ায় পরিণত হবে।

৩৫) তদনুসারে, ২০০৭ সালের মামলা নম্বর সি-২৬, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০/৫০৪ ধারার অধীনে, বিজ্ঞ অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণার আদালতে এবং ১৩.২.২০১৪ তারিখের বিজ্ঞ অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বনগাঁ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ ২০০৭ সালের সি-২৬-তে বিচারাধীন থাকা প্রত্যাখ্যান করা কার্যধারা বাতিল করা হয়েছে।

৩৬) ২০১৪ সালের ১৩৮০ নং ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক আবেদন অনুমোদিত।

৩৭) তদনুসারে, ২০১৪ সালের সিআরআর ১৩৮০ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, তাও নিষ্পত্তি করা হবে।

৩৮) খরচ হিসাবে কোন আদেশ নেই।

৩৯) প্রয়োজনীয় তথ্য ও সম্মতির জন্য এই রায়ের অনুলিপি বিজ্ঞ বিচার আদালতের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হোক।

৪০) সমস্ত পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই রায়ের সার্ভার কপিতে কাজ করবে।

(বিচারপতি, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।